আগুনের পাহাড়

শ্রীখগেন্দ্র নাথ মিত্র

এস্. কে. মিত্র এণ্ড ব্রাদার্স
১২, নারিকেল বাগান লেন, কলিকাতা

দাম দশ আনা

প্রকাশক—
শ্রীসলিল কুমার মিত্র
এস্. কে. মিত্র ব্রাদার্স
১২, নারিকেল বাগান লেন,
কলিকাতা

আশ্বিন—১৩৪৩

প্রিণ্টার—
শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার
ক্লাসিক প্রেস
২১ নং পটুয়াটোলা লেন,
কলিকাতা।

উপহার

উৎসর্গ

বুলাকে—

আগুনের পাহাড়
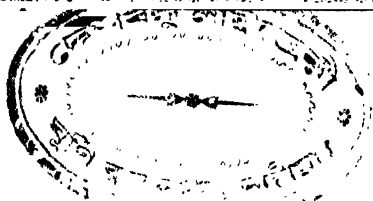
সুমাত্রা ও জাভাদ্বীপের মাঝে সুণ্ডা প্রণালী—

ঐ দ্বীপ দুটি যেমন বিখ্যাত ওদের মাঝের প্রণালীটি কিন্তু তেমন বিখ্যাত নয়।

প্রণালীটার মাঝে এখানে-ওখানে খুব ছোট ছোট দ্বীপ। দেখলেই মনে হয়, সুদূর অতীতের কোন একদিনে ভয়ঙ্কর অগ্ন্যুৎপাতের ফলে সমুদ্রের মাঝ থেকে দ্বীপগুলো হঠাৎ উঠেছিল। অথবা, আজ যেখানে বড় বড় দুটো দ্বীপ

ও তাদের নাম দেওয়া হয়েছে সুমাত্রা ও জাভা, এককালে ওখানে ছিল একটি মাত্র দ্বীপ। অগ্ন্যুৎপাতের ফলে ওর মাঝখানটা উড়ে গিয়ে হয়েছে, দুটো। প্রণালীটার ছোট দ্বীপগুলো সেই বড় দ্বীপটির অংশ মাত্র।

এমন ঘটনা ত শুধু ওখানেই ঘটে নি, পৃথিবীর নানা জায়গায়—জলে, স্থলে—ঘটেছে। তার ফলে কোথায় পাহাড়-পর্ব্বত ও দ্বীপ হয়েছে সৃষ্ট; কোন কোন অঞ্চল বা দ্বীপ একেবারে ধ্বংস হয়ে মাটির নীচে কি সমুদ্রগর্ভে চিরদিনের মত গেছে তলিয়ে।

এসব দুর্ঘটনার কতক ঘটেছে মানুষের চোখের সামনে, কতক ঘটেছে তার চোখের অন্তরালে। অর্থাৎ সে সময় পৃথিবীতে মানুষই ছিল না। যদি থাকত তাহলে সে গল্প ঐ সব জায়গার চারপাশের মানুষের ইতিহাসের সঙ্গে গাঁথা হয়ে যেত এবং পুরুষানুক্রমে কত গল্পে ও ছড়ায় আমরা নানা ভাবে তা শুনতে পেতাম। কেননা প্রাকৃতিক দুর্ঘটনার কথা মানুষ কিছুতেই ভোলে না।

যে ভাবেই সুণ্ডাপ্রণালীর দ্বীপগুলোর সৃষ্টি হোক্ না, খুব ছোট হলেও দ্বীপগুলো যে পাহাড়ে এতে কিন্তু সন্দেহ করবার কিছু নেই। এদের সঙ্গে আবার চারধারে জলমগ্ন পাহাড় ও সমুদ্রের গভীরতা অল্প থাকায় পথটা বড়

বড় জাহাজ চলাচলের পক্ষে খুবই বিপজ্জনক। এজন্য ওপথে সচরাচর বড় জাহাজ চল্লে না, যাও চলে তাও বিশেষ বড় নয়।

তবে ওপথে ক্যানো এবং বড় বড় নৌকো স্বচ্ছন্দে যাতায়াত করে থাকে। তাতে নানা দিকে মাল-পত্র চালান যায়, জেলেরা মাছ ধরে, কখন কখন যাত্রীরাও একূল থেকে ওকূলে পারাপার করে থাকে। 'স্বচ্ছন্দে' শুনে মনে কোর না যে এ পথে বিপদ নেই। সময় সময় ঝড় ত ওঠেই, তার ওপর আর একটা উৎপাত আছে ভূমিকম্পের।

ম্যাপে দেখ, সুমাত্রা ও জাভা দ্বীপ দুটি পাহাড়াচ্ছন্ন। জাভা দ্বীপে ছোট বড় অনেকগুলো আগ্নেয়গিরি আছে। তাদের কোনটা অগ্নিশূন্য, কোনটা আজও জীবিত ;—তার কটাহ মুখে ঘোর কালো ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে, যেন একটা প্রকাণ্ড দৈত্য চুপ করে ভাবী দুর্দ্দিনের ভয়ঙ্কর সর্ব্বনাশের কথা বসে বসে ভাবছে। সুযোগ পেলেই সে নীচে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

যাই হোক্‌, আমার গল্পটা কেবল জাভা বা সুমাত্রা দ্বীপ নিয়ে নয়, আর, এ ঘটনা সম্প্রতিও ঘটে নি। তারপর তিপ্পান্ন বছর চলে গেছে।

ঐ সুণ্ডাপ্রণালীর একজায়গায় ক্রাকাটোয়া নামে একটি দ্বীপ ছিল। দ্বীপটি ছোট; মাঝে একটি ছোট পাহাড়। পাহাড়টি অবশ্য আগ্নেয়গিরি। তবে কোনদিন কেউ তার উৎপাত দেখেনি। কোনদিন যে তার কটাহ থেকে আগুনবৃষ্টি হবে, দারুণ দুর্ঘটনা ঘটবে এ ধারণাও কারো ছিল না। অত ছোট একটি দ্বীপ, তার ওপর ঢিপির মত পাহাড়, তার আবার শক্তি কি? কিন্তু দেখা যেত, ওর চূড়ায় সব সময়ই মেঘের মত কুণ্ডলী পাকিয়ে খানিকটা ধোঁয়া স্থির হয়ে আছে।

সমুদ্রবক্ষ থেকে এ দৃশ্যটি বড় সুন্দর। চারধারে নীল সমুদ্র, মাঝে একটি ছোট দ্বীপ ও পাহাড়। তার চূড়ায় ধোঁয়ার কুণ্ডলী; নীচে পায়ের কাছে নানা রকম গাছ-পালা। তার মাঝ থেকে এখানে, সেখানে এক একটি নারকেল গাছ উঠেছে। তীরে সমুদ্র আছড়ে পড়ছে; নানা রকম সামুদ্রিক পাখী উড়ছে; কূল থেকে পাল ফুলিয়ে ঢেউ কেটে হেলে-দুলে নৌকা চলেছে।

এখান থেকে জাভার বাটাভিয়া শহর একশ মাইল দূর। একদিন দেখা গেল, শহরের এক কাগজে একটি বড় অদ্ভুত বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে। তাতে একজন চীনা বণিক লিখছেন—

'চীনের কোয়াংসি অঞ্চলের একজন দুর্দ্ধর্ষ গুণ্ডা কিছুদিন হল জাভা দ্বীপে এসেছে। আমি খবর পেয়েছি, সে বেশী দিন এখানে থাক্‌বে না। তার কাজ সারা হয়ে গেলেই চলে যাবে। লোকটা আমার অনেক ক্ষতি করেছে। আমি প্রধানতঃ মুক্তার ব্যবসায় করি। যে ওকে ধরে দিতে পারবে, তাকে নগদ তিন হাজার ডলার পুরস্কার দেব।

লোকটার নাম কি, তা বলা বৃথা। কেননা নাম তার একটি নয়। সে নানা নামে ঘুরে বেড়ায়।

লোকটির চেহারায় বেশ একটু বিশেষত্ব আছে। দেখতে সে সাধারণ চীনার মত নয়। লম্বায় ছ ফুট; শরীর বলিষ্ঠ, চোখ দুটো একটু বড়। চোখের তারা নীলাভ, নাকটা উঁচু বটে তবে ডান দিকে কাটার দাগ আছে। তার ডান হাতের কড়ে আঙ্গুলটিও কাটা। লোকটা একটু খুঁড়িয়ে চলে। ফরাসী, ইংরাজী, ওলন্দাজ, জাপানী প্রভৃতি বিদেশী ভাষায় তার অসাধারণ দখল। তার আর একটি বিশেষত্ব, কথা বলবার সময় তার ওপরের দাঁতের পাটি বেরিয়ে পড়ে। তখন সহসা দেখলে মনে হয় লোকটা কথা বল্‌তে বল্‌তে হাসছে।

পুরস্কার প্রার্থী সত্বর হউন।'

বিজ্ঞাপনটা পড়ে পাঠকদের অনেকেরই ধারণা হল, এটা বণিক মহাশয়ের চালাকী। আসলে ব্যাপারটা কিছুই নয়; বণিক মহাশয়ের বিজ্ঞাপন মাত্র। শেষ অবধি দস্যুও ধরা পড়বে না, কেউ পুরস্কারও পাবে না, মাঝে থেকে তিনি হবেন বিখ্যাত।

আর, তাও যদি না হয়, তাহলে এই বিজ্ঞাপনটা যে কোন বায়স্কোপ কোম্পানীর প্রচারকর্ত্তার মাথা থেকে বেরিয়েছে এতে একটুও ভুল নেই। হয়ত শীঘ্রই শহরের নানা জায়গায় দেওয়ালে দেওয়ালে দেখা যাবে, একখানি নতুন বই আস্‌ছে। তার গল্পটা এক চীনা দস্যু, এক সাহেব ও এক মেমকে নিয়ে। দস্যুটা হাজার শয়তান হলেও শয়তানীতে পরিশেষে সাহেবটার কাছে সে হার মান্‌বে এবং মেমটা সাহেবটাকে বিয়ে করে মনের সুখে মোটর চড়ে শহরের পথে পথে ঘুরে বেড়াবে।

সেই জন্যে তারা বিজ্ঞাপনটাকে আমল দিলে না। খবরের কাগজে এর চেয়েও কত মজার বিজ্ঞাপন ও খবর বেরিয়ে থাকে।

কিন্তু একদল লোক, তাদের মধ্যে বিশেষ করে দুচার জন, বিজ্ঞাপনটা নিয়ে মাথা ঘামাতে সুরু করলে। তাদের মধ্যে প্রায় সকলেই বেকার। তিন হাজার ডলার কম

নয়। আমাদের দেশের প্রায় সাড়ে ছ হাজার টাকার সমান। ধরে দিতে পারলে লাভ ত হবেই তার ওপর নাম বেরিয়ে যাবে। টাকার চেয়ে যশের লোভ বড়।

কেবল এইটুকুই নয় ; তারা প্রায় সকলেই মনে করে, ছাপার অক্ষরে যা লেখা থাকে, তাই-ই সত্যি।

চীনা দস্যুদের শক্তির খ্যাতি পৃথিবীর সর্ব্বত্র। দস্যুটা যদি এসে থাকে, তাহলে কিছু একটা অনর্থ না বাধিয়ে সে যাবে না। তার আগে তাকে যদি বন্দী করা যায়, তাহলে লোকের উপকার করা হবে।

কিন্তু শেষ অবধি তুটি লোক ছাড়া বিষয়টির আরও অনুসন্ধান করার উৎসাহ তাদের কারো রইল না। তারা কেবল চিন্তাই করতে লাগল।

যে লোক তুটি কাজে তৎপর হ'ল, তাদের মধ্যে একজন জাপানী, আর একজন ওলন্দাজ।

জাপানীটির নাম হচি। কিছু দিন হল, সে জাভায় এসেছে। বেঁটে-খাটো লোকটি ; মাথার চুলগুলো সজারুর কাঁটার মত খাড়া। চোখ তুটো ক্ষুদে ক্ষুদে ; কিন্তু দৃষ্টি বড় তীক্ষ্ণ—যেন শান দেওয়া ছুরির ফলা। লোকটির শরীরের পেশীগুলো বেশ পুষ্ট—গায়েও খুব জোর। কিন্তু মগজে বুদ্ধি, মনে স্ফূর্ত্তি আছে কিনা মুখ দেখে বোঝা যায় না।

আর, ওলন্দাজটির নাম, হুটেন। হুটেন লোকটা যেমন লম্বা, তেমন চওড়া। তার ডান হাতের কড়ে আঙ্গুলটা কাটা, বাঁ পাটা একটু ছোট। সে জন্য চলবার সময় সে একটু খুঁড়িয়ে চলে।

খবরটা বার হল সকালে। হচি কাগজখানা হাতে নিয়ে শহরের নানা রাস্তা ঘুরে বণিক মশায়ের বাড়ীর দরজায় এসে হাজির হল বেলা দশটায়।

প্রকাণ্ড বাড়ী; দেখলেই মনে হয় লোকটি পয়সা-ওয়ালা বটে। যে পুরস্কারটা তিনি ঘোষণা করেছেন, তা দেওয়া তাঁর পক্ষে কিছুই কঠিন নয়। দস্যুরা ধনীলোকেরই ক্ষতি করে। কাজেই বিজ্ঞাপনে উল্লিখিত দস্যুটা যে এঁর ক্ষতি করবে তাতে আর বিচিত্র কি?

হচি গিয়ে দরজায় ঘণ্টা বাজাতেই একজন চীনা বেরিয়ে এল। হচির আপাদমস্তক দেখে নিয়ে লোকটা একটু রুক্ষ স্বরে জিজ্ঞাসা করলে—"কি চাই?"

হচি বল্‌লে—"বণিক মশায়ের সঙ্গে দেখা করব।"

"দরকার?"

"তাঁর কাছেই বল্‌ব।"

"তিনি কোন অপরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা করেন না।"

"তাহলে কাগজে এই যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে, এর বিষয় কথাবার্ত্তা বল্‌ব কার সঙ্গে—?"

"ওঃ!" বলে লোকটা পাশের একটা ছোট কামরার দরজা খুলে ভেতরে একখানা চেয়ার দেখিয়ে হচিকে বল্‌লে—"বস—"

হচি ভেতরে গিয়ে চেয়ারে বসতে না বসতে ছোট একটি দরজা খুলে একজন চীনা ঘরে ঢুকে বল্‌লে—"নমস্কার মশায়! আপনি দেখছি জাপানী। দস্যু ধরতে চান?"

হচি বল্‌লে—"হাঁ।"

"বেশ বেশ। কথাটা কি জানেন, বিজ্ঞাপনে যা বেরিয়েছে তার বেশী আর কিছু জানানো সম্ভব নয়। আমার মনিব বল্‌ছেন, আপনি কাজ শেষ করতে পারলে হাতে হাতে টাকা পাবেন।"

"তা ত পাব। কিন্তু আমি ত পুলিশ নই, লোকটাকে ধরব কোন্ অধিকারে?"

"সে ব্যবস্থা মনিব মশায় করেছেন; দরকার হলেই পুলিশের সাহায্য পাবেন। কিন্তু সাবধান! সেই লোকটার স্বভাব বড় ভয়ঙ্কর।"

"ধন্যবাদ! আমি নিজেকে নিরাপদে রাখতে শিখেছি। এখন কাজের কথাটা পাকাপাকি করুন দেখি। লিখে দিন,

ধরে দিতে পারলে হাতে হাতে নগদ তিন/ হাজার ডলার দেবেন।”

“সে কি করে হয় ? এ কাজে কেবল আপনিই ত তৎপর হন নি। ধরুন, যদি দুজনে একসঙ্গে তাকে ধরেন, তাহলে ?”

“সোজা ব্যবস্থা। টাকাটা দুজনের মধ্যে সমান ভাগ করে দেবেন।”

“আবার যদি তিনজন হয় ?”

“তা হলে আমায় বিদায় দিন, মশায়।”

“ওকি ! উঠছেন যে ? বসুন বসুন। আমরা ত খেলা করতে বসিনি। এই নিন লিখে দিচ্ছি। দুজনের বেশী লোককে এ কাজের ভার আমরা দিচ্ছি না ; দুজনে তাকে ধরবার ব্যবস্থা করলে, টাকাটা সমান ভাগে ভাগ করে দেওয়া হবে।”

হচি তার ছুরির ফলার মত চোখ দুটো দিয়ে চীনা কর্ম্মচারীটির মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—“তবে কি দুজনের ওপর একাজের ভার দেওয়া হচ্ছে ?”

“সে কথাটা না শোনাই ভাল। কিন্তু সময় মাত্র এক মাস—”

“এক মাস ?”

"হ্যাঁ। তবে আমরা গোপনে খবর পেয়েছি, সে উত্তরে ক্রাকাটোয়া দ্বীপের দিকে আড্ডা গেড়েছে ; আর থাকবে মাত্র এক মাস। দেখবেন, এর মধ্যেই সে কত কাণ্ড করবে।"

"দেখা যাক্—"বলে হচি চীনা কর্ম্মচারীর কাছ থেকে একখানা খৎ নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল।

হচি চলে যাবার ঠিক আধঘণ্টা আগে এসেছিল হুটেন। চীনা কর্ম্মচারীটি তাকেও একখানা খৎ লিখে দিয়ে বিদায় করেছিল। দুজনের খতে একই কথা লেখা আছে। কিন্তু হচি বা হুটেন কেউ কাউকে চেনে না। তবে তাদের দুজনের মনেই ধারণা হয়েছে, কাজের ভারটা এক জনের ওপর নেই।

এজন্য দুজনেই মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করলে—সমস্ত টাকা আমি একাই নেব। তিন হাজার ডলার! তার ওপর যশ। এ কাজটায় সফল হতে পারলে ভবিষ্যতে আরও কত কাজ পাওয়া যাবে। দুজনেই মহা উৎসাহে কাজে লেগে পড়ল।

২

বেলা তখন বিকেল—হচি বেরিয়ে পড়েছে। যোদকে

চীনেদের বাস সে চলেছে সেইদিকে। কিন্তু সে থাকে শহরের মাঝামাঝি একটা হোটেলে।

সেখান থেকে চীনাপাড়া অনেক দূর।

পথটা সে হেঁটেই পার হচ্ছে। পথে লোকজন, গাড়ী-ঘোড়া ও রিকসর বেশ ভীড়। হচি তীক্ষ্ণ চোখে চারধারে তাকাতে তাকাতে পেভমেণ্টের ওপর দিয়ে চলেছে।

সাম্‌নে চৌমাথা। হঠাৎ একটা লোক এসে তার হাতে একখানা লালরঙের হ্যাণ্ডবিল গুঁজে দিয়ে দূরে সরে গেল। হচি তাকিয়ে দেখলে, ঐ যে আরও দুচার জন পথিক হ্যাণ্ডবিল নিচ্ছে। সম্ভবতঃ কোন রেস্তোরাঁর হ্যাণ্ডবিল্। কিন্তু হচির একটা গুণ এই যে, সে সব রকম হ্যাণ্ডবিলই পড়ে। সে এখানাও পড়তে লাগল।

হ্যাণ্ডবিলখানার শিরোনামায় রয়েছে—

"ছ হাজার ডলার পুরস্কার!"

খাদ্যের ভেজাল প্রমাণে না কি? কিন্তু একি? বিজ্ঞাপনদাতা লিখছে—"আমাকে যে ধরতে পারবে তাকে ছ হাজার ডলার পুরস্কার দেব। চীনা বণিক মশায় শহরের কাগজে আমার সম্বন্ধে যে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন তাতে একটু ভুল আছে। আমি লম্বা নই বটে; দেখতে একজন সাধারণ জাপানীর মত। তবে আমার সহকারীর সঙ্গে বণিক

মশায়ের উল্লিখিত ব্যক্তির চেহারার কিছু কিছু মিল পাওয়া যাবে। কিন্তু তার নাকের বাঁদিকে যে একটা আঁচিল আছে, এই কথা বণিক মশায় সর্ব্বসাধারণকে জানাতে ভুলে গেছেন। পুরস্কার প্রার্থীদের যাতে অসুবিধা না হয়, তার জন্যে আমি সত্বর এই কথা জানিয়ে দিলাম।

আমাকে ধরে দিতে পারলে আমি যে পুরস্কার দেব এতে পুরস্কারপ্রার্থী যেন সন্দেহ না করেন। ডলারগুলো তিনি নগদই পাবেন এবং হাতে হাতে।

যদি পুরস্কারের সম্বন্ধে এর বেশী কিছু জানতে চান, তাহলে নিরাশ হবেন। আমি দলের মধ্যে একজন সম্মানিত ব্যক্তি ; আমার যা কথা তাই কাজ।"

বিজ্ঞাপন পড়ে হচি অবাক ! এ আবার কি ? কার কথা ঠিক ?—বণিক মশায়, না, এই লোকটার ? এতে ত দেখা যাচ্ছে, একটা বেঁটে লোক আছে। সেই লোকটাকেই এ বলছে আসল লোক ;—তবে তাতে বিশেষ কিছু এসে যায় না। বণিকমশায়ের সঙ্গে সর্ত্ত আছে, লম্বা লোকটাকে ধরে দেবার। তবে বেঁটে লোকটাকেও নজরে রাখতে হবে।

কিন্তু কাজটা যে মোটেই সহজ নয়, তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। বিশেষ সতর্ক না হয়ে কেউ কখনও

নিজেকে ধরিয়ে দেবার সর্ত্তে পুরস্কার দিতে চায়? হয়ত সে এতক্ষণ এ দেশ ছেড়ে চলে গেছে। কিম্বা —হচিরও মনে সন্দেহ হল, হয়ত আসলে ব্যাপারটা কিছু নয়, নতুন ধরণের বিজ্ঞাপন। কিন্তু কিসের? যে লোকটা হ্যাণ্ডবিল বিলি করছে তাকেই জিজ্ঞাসা করে খবরটা জেনে নেওয়া যাক্। তারপর বণিকমশায়ের সঙ্গে বোঝা-পড়া করা যাবে। সে জাপানী; সহজে ব্যাপারটা যেতে দেবে না।

হচি এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখতে লাগল। কৈ? লোকটাকে ত দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু জন কয়েক পথিকের হাতে সেই বিজ্ঞাপন; রাস্তায়ও দুএকখানা পড়ে আছে। ঐ যে একখানা হাওয়ায় উড়ে গেল।

হচি তাড়াতাড়ি চৌমাথার দিকে এগিয়ে চল্‌ল। লোকটাকে সে ঐ দিকেই যেতে দেখেছে। কিন্তু ওখানে ভীড়ের মধ্যে যে তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে এ আশা বড় কম।

তার ধারণাই ঠিক হল। সে চৌমাথায় এসে চারধারে তাকিয়ে এমন কোন লোককে দেখ্‌তে পেলে না, যে বিজ্ঞাপন বিলি করছে। লোকটার চেহারাও তার মনে নাই যে দেখলেই চিন্‌তে পারবে। তবুও সেখানে কয়েক

মিনিট দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করতে লাগল। কিন্তু বৃথা। পেভ-মেণ্টের ওপর দিয়ে অপরিচিত জনস্রোত ও পথ দিয়ে গাড়ী-ঘোড়া, রিক্স চলেছে।

হচিও আর বৃথা দাঁড়িয়ে না থেকে আবার চীনে পাড়ার দিকে চলতে লাগল।

তার হাতে তখনও সেই হ্যাণ্ডবিল। সে আর একবার সেখানা পড়ে ভাঁজ করতে করতে ডান দিকে তাকিয়েই চম্‌কে উঠল।

থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে ও লোকটা কে? লোকটার চোখে গগল্‌স্, শরীরটা লম্বা এবং বেশ বলিষ্ঠ বলেই মনে হচ্ছে। আকৃতি কতকটা চীনার মত; আর আকারে ওলন্দাজও বলা যেতে পারে।

লোকটা হচিকে দেখে চট্ করে পিছন ফিরে দাঁড়াল। হচির মনে হল, সেও তাকে এতক্ষণ লক্ষ্য করছিল।

যেই হোক্ কাছে গিয়ে ওকে দেখতে হবে। কিন্তু হচিকে আর কষ্ট করতে হল না; লোকটা পিছন ফিরে একটা সিগরেট ধরিয়ে আবার ফিরে দাঁড়াল। তারপর অন্যমনস্ক ভাবে হচির দিকে এগিয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল।

হচি দেখলে, লোকটা একটু খুঁড়িয়ে চল্‌ছে। তারপর একেবারে কাছে আস্‌তে দেখলে তার ডান হাতের কড়ে

আঙ্গুলটির মাথা কাটা। কিন্তু নাকের পাশে কোন আঁচিল বা কাটার দাগ নেই। বণিক মশায় বা হ্যাণ্ডবিল দাতার উল্লেখমত ছুটি চিহ্ন ত এর সঙ্গে মিল্‌ছে না। অথচ সন্দেহ হচ্ছে, লোকটা সে-ই।

একবার যদি চোখ ছুটোর রং দেখা যেত। কোন রকমে ওর চোখের গগল্‌স্ জোড়া খোলানো যায় না? কাজটা নিমেষে সম্পন্ন করতে হবে; দেরী হলে হয়ত, শীঘ্র আর এত কাছে একে পাওয়া যাবে না। কি করা যায়? কি উপায়ে খোলানো যায়? হচি কোটের পকেট ছুটো হাঁতড়াতে লাগল।

সে লোকটাও ততক্ষণে সিগ্রেট টান্‌তে টান্‌তে একেবারে হাতখানেকের মধ্যে এসে পড়েছে। অন্য-মনস্কতার ভাণ করলেও সেও যে হচিকে বেশ ভাল করে লক্ষ্য করছে, হচির তীক্ষ্ণ চোখ তা এড়াল না।

লোকটা হচির সামনে এসে ওলন্দাজ ভাষায় বল্‌লে "নমস্কার মশায়! আপনার কোন জিনিষ হারিয়েছে কি?"

হচি জাপানী ভাষায় উত্তর দিলে—"নমস্কার! হ্যাঁ—না—বিশেষ কিছু নয়। আমার পকেটে ডাক্তারের একটা প্রেস্‌ক্রিপশন ছিল। চোখ খারাপ। ডাক্তার ওষুধ লাগাতে আর গগল্‌স্ পরতে বলেছে।"

মশায় কি বলছেন বুঝতে পারছিনা। আপনি কি জাপানী?

লোকটা হচির কথা বুঝ্‌তে পারছে না, এমন ভাব করে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

হচির সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই ; সে বলে যেতে লাগল—"কাল না হয় ডাক্তারেরর সঙ্গে দেখা করে, আর একটা প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন্‌ লিখে নেব। কিন্তু এখন ত এক জোড়া গগল্‌স্‌ না হলে চল্‌ছে না, যে রোদ। আপনার গগল্‌স্‌ জোড়া দেখতে সুন্দর। ইচ্ছে হচ্ছে ঐ রকম এক জোড়া গগল্‌স্‌ কিনি। তা বল্‌তে বড় সঙ্কোচ হচ্ছে, যদি একবার হাতে নিয়ে দেখতে দেন।"

লোকটা তবুও নিরুত্তর। প্রায় আধ মিনিট চুপ করে থেকে ওলন্দাজ ভাষায় বললে—"মশায় কি বলছেন বুঝতে পারছি না। আপনি কি জাপানী? আমি ও ভাষা জানিনা ; কিছু কিছু চীনা শিখেছি মাত্র। তাও ভাল বল্‌তে পারি না। যাই হোক্‌ মশায় আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে—" বল্‌তে বল্‌তে সে হচিকে ছাড়িয়ে এগিয়ে চল্‌ল।

হচি তাড়াতাড়ি বললে—"মশায়, চীনা ভাষা আমি ভালই জানি—"

লোকটা তৎক্ষণাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলে—"তাহলে জাপানী আপনার ভাষা নয় ; আপনি একজন

চীনা ? ওলন্দাজ ভাষাও জানেন, অথচ উত্তর দিলেন বিজাতীয় ভাষায় ?"

হচি লোকটার কথা শুনে মনে মনে বল্‌ল—"পাকা শয়তান। মনে হচ্ছে, কাজটাতে সফল হতে পারব।" কিন্তু সে লোকটার কথার কোন জবাব দিলে না।

লোকটা তাকে আর কিছু বল্লে না, সোজা পথ দিয়ে চলতে লাগ্‌ল। যেতে যেতে সে পকেটে হাত দিয়ে দেখলে বিজ্ঞাপনখানা ঠিক আছে। হচির চাল-চলন তার কাছে নিতান্ত সন্দেহজনক বলে বোধ হচ্ছে। বিজ্ঞাপনে যে বেঁটে লোকটার কথা লেখা আছে, চেহারার বর্ণনা না থাকলেও হচিকে মনে হয়, সেই লোক। না হলে ও চীনা, জাপানী এবং ওলন্দাজ তিনটে ভাষা জানে ? আবার চেহারার মধ্যে জাপানীর কোন সাদৃশ্যও নেই। ব্যাপার দেখে মনে হচ্ছে, বণিক মহাশয়ের তিন হাজার আর দস্যুটার ছ হাজার, এই নয় হাজার ডলার একমাসের মধ্যেই পাওয়া যাবে। যখন সন্ধান পাওয়া গেছে, তখন আর ছাড়াছাড়ি নয়। লোকটাকে চোখে চোখে রাখতে হবে।

হচিও তাকে অনুসরণ করতে করতে চলেছে ; সে মনে মনে বল্‌লে—"আমার চোখ থেকে সহজে পালাবে ? আমি ছায়ার মত তোমার পিছনে থাক্‌ব।"

সেও চলেছে, হচিও চলেছে ; সেও দাঁড়ায়, হচিও দাঁড়ায় ; সে পিছন ফিরে দেখে, হচি অমনি আকাশের দিকে মুখ তোলে। ব্যাপার দেখে, দুজনের মনেই সন্দেহ খুব ঘোর হয়ে উঠ্‌ল। হচি ভাব্‌লে, "ঐ সেই লোক" ; আবার সেই লোকটা ভাব্‌লে, "ঐ সেই চীনা দস্যু।"

আচ্ছা, আর একটু পরীক্ষা করা যাক। সেখান দিয়ে তখন একখানা ফিটন যাচ্ছিল। লোকটা তাতে লাফিয়ে উঠে বল্‌লে—"চালাও।"

তার গাড়ী ছাড়বার সঙ্গে সঙ্গে হচিও একখানা গাড়ীতে উঠ্‌ল। সে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলে, ঐ যে পিছনে হচির গাড়ী আস্‌ছে। সে ড্রাইভারকে বল্‌লে—"জোরে চালাও"।

হচির গাড়ীও জোরে চল্‌তে লাগ্‌ল। চল্‌তে চল্‌তে দুখানা গাড়ীই পথের মোড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরে আবার তারা বড় রাস্তায় পড়ল। কিন্তু সামনের গাড়ীখানা আর বেশীদূর গেল না ; তার আরোহী হঠাৎ গাড়ী থামিয়ে নেমে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে হচিও গাড়ী থামিয়ে নাম্‌ল।

সন্ধ্যা হয়ে আস্‌ছে। সামনে হোটেল। লোকটা

হোটেলের দরজায় গিয়ে দাঁড়াতেই :হচিও সেখানে হাজির।

হঠাৎ সেই লোকটার মনে হল,—"আচ্ছা ও আমাকে অনুসরণ করছে কেন? দস্যু হলে পালাবে। কিন্তু তার বদলে—? ব্যাপারটা খুব জটিল ঠেক্‌ছে ত?"

তারপরই মনে পড়ল—"ও কি বণিক মশায়ের চর?"

হচিও ভাব্‌ছে—"নিশ্চয়ই ও সেই দস্যুটা। কোন রকমে টের পেয়েছে, আমি বণিক মশায়ের পুরস্কারপ্রার্থী। সেইজন্যে আমাকে তখন অমন করে লক্ষ্য করছিল। যাই হোক্, যেমন করে হোক্ পাকা প্রমাণ সংগ্রহ করে শীঘ্রই ওকে ধর্‌ব। এবার ত আর শয়তানটার চোখে গগল্‌স্ পরা চল্‌বে না—রাত হয়ে এল। গগল্‌স্ জোড়া খুলতেই হবে।"

হচি একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। হঠাৎ তাকিয়ে দেখে, সে লোকটা নেই। কোথায় গেল? নিশ্চয়ই হোটেলের ভেতর। নাহলে আর কোথায় যাবে? সে ত দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। সে হোটেলে ঢুকে পড়ল।

সামনে হল। সব চেয়ার সাহেব-মেমে ভর্ত্তি। এক কোণে একখানা চেয়ার তখনও খালি ছিল; হচি গিয়ে তার ওপর বসে চারধারে তাকাতে লাগল। কৈ? সে

লোকটা কোথায় ? হচিকে তাহলে সে ফাঁকি দিয়েছে ? উঃ ! হাতে পেয়েও সে ঠক্‌ল ? কিন্তু গেল কোথা দিয়ে ?

সামনে তিনটে দরজা। হচি মাঝের দরজাটায় ঢুকলে সে ডানধারের দরজা দিয়ে সাঁ করে বেরিয়ে রাস্তার উল্টো দিকে যে হোটেল ছিল, তাতে ঢুকে পড়েছিল। তারপর ঠিক জানালার সামনে যে চেয়ারখানা খালি ছিল, তাতে বসে ঘরখানা বেশ করে দেখে নিলে। সেখান থেকে রাস্তাটাও বেশ নজরে পড়ে।

দুটো হোটেলে দুজনেই তখন খাচ্ছে। হচির মাথায় কিন্তু নানা চিন্তা। তার মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে—"সে ঠকে গেল ?"

আর সে লোকটা ভাব্‌ছে—"ওকে ? সব দিক বিচার করে মনে হচ্ছে ও বণিক মশায়ের চর। আমার ওপর নজর রেখেছে। কিন্তু কেন ?" কথাটা গভীর মনোযোগ দিয়ে ভাব্‌তে ভাব্‌তে হঠাৎ তার ভয়ানক হাসি এল। সে নিজেকে সামলে নিয়ে, মনে মনে বল্‌লে —"বুঝেছি। ও ভেবেছে, আমি সেই চীনে দস্যু। হাঃ হাঃ হাঃ—"

বাবুর্চ্চি ঠিক তখনই তার সামনে এক প্লেট গরম মাটন চপ্‌ রাখলে। সমস্যার সমাধান হওয়ায় লোকটারও ক্ষিদে

দ্বিগুণ বেড়ে গেছে। সে গোগ্রাসে মাংস গিলতে গিলতে নিজের মনে বল্‌তে লাগল—"আমার নাম হুটেন, হুটেন হা—হা—হা—হুটেন।"

হুটেনের চোখে এখন গগল্‌স্‌জোড়া নেই—

হচির বিষয় কতকটা নিশ্চিন্ত হলেও হ্যাণ্ডবিলের কথাগুলোয় তার বড় খট্‌কা লাগল। এর মানে কি? চীনা বণিকটি যে চালাকী করেনি এ বিষয়ে সন্দেহ কিছু নেই। আবার সেই গুণ্ডা চীনাটা যে অনুসন্ধানকারীকে এইভাবে বিপথে চালাবার চেষ্টা করছে না তারই বা প্রমাণ কি? তবে এটাও সম্ভব যে লোকটা বাহাতুরী দেখাবার জন্য নিজের পরিচয়টা ভাল করে দিচ্ছে না। যাই হোক্, একবার বণিকমশায়ের কাছে হ্যাণ্ডবিলখানা নিয়ে যেতে হবে।

কিন্তু আজ ত রাত হয়ে গেল; ভীরু বণিকটা দিনের বেলাতেই অপরিচিত লোকের সম্মুখে বার হয় না ত রাতে! কাল সকলেই যাওয়া যাবে। এখন একবার চীনে পাড়াটা—আরে! ঐ যে সেই বেঁটে ভূতটা হোটেল থেকে বেরিয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। দেখা যাক্, কোথায় যায়।

হচি কিন্তু আর সেখানে দাঁড়ালো না। সে চলেছে। তখন ইলেকট্রিক ট্রামের আমদানী হয় নি; কিন্তু বাষ্প

ট্রাম চলে। হচির সামনে দিয়ে ট্রাম চলেছে। ট্রামে উঠে সে চীনে পাড়ার দিকে চল্‌ল।

হুটেনও পরের ট্রামখানায় উঠে তার পিছন পিছন চলেছে।

হচি ভাবছে, বণিকমশায় সন্ধান পেয়েছেন, লোকটা শহরে নেই ; অথচ আমি চোখের সামনে তাকে এই শহরেই দেখলাম। যতদূর মনে হচ্ছে, সে দু-একদিন শহরেই থাক্‌বে। গুণ্ডাদের কাজ ত শহরেই।

কিন্তু সে কোথায় যেতে পারে ? চীনে পাড়ায় যাওয়া সম্ভব এই জন্য যে হাজার চীনের মধ্যে তাকে সহসা খুঁজে বার করা শক্ত। এ দিকে থাক্‌লে ধরা খুবই সহজ। অনুমান করা যাচ্ছে, সে হোটেল থেকে বেরিয়েই ঘোড়ার গাড়ীতে চড়ে সোজা গিয়ে উঠেছে চীনে পাড়ায় এক হোটেলে। আমার প্রথম কর্ত্তব্য, চীনে হোটেলে যাওয়া। এখানে সামান্য কিছু খেয়েছি, পেটে এখনও জায়গা আছে।

হচি বসেছিল ট্রামের একেবারে শেষে একখানা বেঞ্চিতে। সেখান থেকে যাত্রীদের ওঠা-নামা ও সমস্ত ট্রামখানায় ভেতর বেশ পরিষ্কার দেখা যায়। যে সব নূতন যাত্রী উঠ্‌ছে, যে সব যাত্রী নেমে যাচ্ছে,

হুচি সকলের মুখের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে দেখছে।

তার পাশে বসেছিল, একজন ইউরোপীয়—খুব সম্ভব ওলন্দাজ। লোকটা বেশ লম্বা ; তার হাতের হাড় খুব মোটা ; ডানহাতের আঙ্গুলগুলো ও তালু নিয়ে একটা সাদা ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। লোকটা বসে বসে চুরুট টানছিল। হুচির পাশে বসে থাক্‌লেও হুচি কিন্তু তার দিকে বিশেষ নজর দেয় নি।

নজর দিলে আরও কয়েকটি বিষয় তার চোখে পড়ত। লোকটার গোঁফজোড়ায় বেশ একটু বিশেষত্ব ছিল ; মাথার টুপিটা চোখ অবধি নেমে পড়ে গাড়ীর আলোটাকে আড়াল করে রেখেছে।

লোকটা তার পকেট থেকে একখানা নোট বই বার করে পেন্সিল দিয়ে বাঁ হাতে তাতে যেন কি খুব মনোযোগ দিয়ে লিখতে লাগল। হুচি সেদিকে নজর দিলে না ; সে একমনে যাত্রীদের ওঠানামা দেখছে ও মাঝে মাঝে রাস্তার দিকে তাকাচ্ছে।

ট্রাম চীনেপাড়ার কাছাকাছি আসতেই হুচির পাশের লোকটা নেমে গেল। আবার ট্রাম চলেছে। হুচি ঠিক করলে, সে চীনে-পাড়ার মাঝামাঝি কোন এক জায়গায় নামবে।

সে লোকটা যেখানে নেমেছিল, সেখান থেকে ট্রাম-খানা প্রায় দেড় ফারলং এগিয়ে এসেছে। হচির বড় সিগারেট খাবার ইচ্ছা হল। সে পকেট থেকে সিগারেট ও দেশলাই বার করতে গিয়ে দেখে, নেই। তার বদলে একটা কাগজের গুলী রয়েছে। হচি আশ্চর্য্য হয়ে গেল।

সে আরও ভাল করে পকেটগুলো হাঁতড়ে দেখলে। না, নেই! তার আর সব ঠিক আছে, কেবল সিগরেট-দেশলাই নেই। পড়ে গেছে কি? হাঁ, ঐ যে পাশে পড়ে রয়েছে, কিন্তু এই কাগজের গুলীটা এল কোথা থেকে? আর এগুলো পড়লই বা কি করে?

সে গুলীটা খুলে দেখে জাপানী ভাষায় লেখা রয়েছে—"বেঁটে ভূত, চীনে ছুঁচোটা আমাদের পিছনে তোমাকে যে নিযুক্ত করেছে, সে খবর আজই পেয়েছি। চোখেও দেখেছি, তুমি তার বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসছ। আমার বিজ্ঞাপনটাও নিশ্চয়ই পড়েছ? ছ হাজার ডলার পাবে। এখনও আশা রাখ কি?"

লজ্জায়, দুঃখে, রাগে হচির সারা শরীর জ্বালা করতে লাগল। সে দু দুবার ঠক্‌ল? ট্রাম তখনও চলছে। সে লাফিয়ে নেমে পড়ল। পিছনে যে ঘোড়ার গাড়ী আসছে, সেদিকে তার খেয়ালই নেই। গাড়োয়ান প্রাণপণ শক্তিতে

ঘোড়াটার রাশ টেনে ধর্‌লে। হচি এক চুলের জন্যে বেঁচে গেল। গাড়োয়ান গুটি কয়েক বেশ মিষ্টি কথা শুনিয়ে দিলে। তা কিন্তু হচির কানে গেল না—সে দৌড়ে রাস্তা পার হয়ে পেভমেণ্টের ওপর গিয়ে উঠল।

ওদিকে হুটেন যে ট্রামে ছিল, সেখানা ততক্ষণে সেখানে এসে পড়েছে। হচি একবার সেদিকে তাকালে; কিন্তু মন তার অন্য দিকে। তার কানে গেল কে যেন বল্‌ছে—"সাহেব, খুব ভাল খানা, ভাল হোটেল, দামে সস্তা।"

হচি ফিরে দেখে, তার সামনে একটা চীনা হোটেলের দরজায় দাঁড়িয়ে এক চীনা গাইড। সে হচিকে ফিরতে দেখে বল্‌লে—"সাহেব, ভালখানা—"

হচি তার কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—"বাপু, হাতে ব্যাণ্ডেজবাঁধা কোন চীনে ভদ্রলোক তোমার হোটেলে ঢুকেছেন কি? তাঁকে আমার বিশেষ দরকার। তাঁর বাড়ীতে বড় বিপদ, খবরটা—"

গাইড মাথা নেড়ে বল্‌লে—"না, মশায়।"

"এদিক দিয়ে ও রকম কোন লোককে যেতেও দেখি নি?"

"না, মশায়।"

"তাই ত বড় মুস্কিলে পড়া গেল—" বল্‌তে বল্‌তে হচি হোটেলের ভেতর ঢুকে পড়ল।

ভেতরে চীনে কারিকরে ঘর ভর্ত্তি ; কোথায়ও একখানা চেয়ার খালি নেই। সে দরজায় দাঁড়িয়ে ভেতরটা ভাল করে দেখে নিয়ে আবার বাইরে বেরিয়ে এল।

গাইড তখনও হাঁকছে—"ভাল খানা, সস্তা দাম—"

হচি দরজা দিয়ে বার হতে হতে বল্‌লে—"ঐ সঙ্গে বল, জায়গা নেই ফিরে যাও"—বলেই সে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল।

তার বাঁ ধারে একটা সরু গলি। রিক্স ও চীনেতে গলিটা ঠাসাঠাসি। হচি গলিটার মুখে মিনিট খানেক দাঁড়িয়ে ভেতরে ঢুকে চলতে লাগল। গলিটায় এত ভীড় যে তাকে মাঝে মাঝে দাঁড়াতে হচ্ছে ; লোকের গায়ে ধাক্কাও লাগ্‌ছে। ঠিক এই রকম জায়গায়ই, গুণ্ডাদের আড্ডা।

কিছুদূর চলে এসে সে দেখ্‌লে, একটা জায়গায় ভীড় পাতলা। জায়গাটায় আলোও বিশেষ নেই ; পথের ধারে যে দু একটি আলো আছে, তাও ম্লান ভাবে জ্বলছে। কিন্তু গলিটা এখানে তেমন সরু নয়, চওড়া বলা যেতে পারে।

হচি দেখলে তার সামনে একটা বাড়ীর দরজায় একখানা ফিটন গাড়ী দাঁড়িয়ে। হচি আর এগোল না; সেখানে দাঁড়িয়ে ভাব্‌তে লাগল—আর এগিয়ে লাভ কি? জায়গাটা তার অচেনা; এখানে ঘোরাঘুরি করলে, লোকটার সন্ধান পাওয়া যাবে বলে ত মনে হচ্ছে না। কিন্তু তারপরই মনে পড়ে গেল। মাস দুই আগে ক্যানটনে একজন চীনার সঙ্গে তার আলাপ হয়েছিল। লোকটা বাটাভিয়াতেই কাঠমিস্ত্রীর কাজ করে। তার স্বভাব বিশেষ ভদ্র নয়; মারামারিতে সে ওস্তাদ।

হচির ওপর কি কারণে যেন সে কিছু খুশী হয়ে বলেছিল—"যদি বাটাভিয়া যান, আমার সঙ্গে দেখা করবেন।"

কারণটা হচির মনে পড়ল। হচি যুযুৎসুতে বড় পাকা; লোকটা হচির কাছ থেকে কয়েকটা প্যাঁচ শিখ্‌তে চেয়েছিল। হচি তাকে একেবারে নিরাশ না করে, একটা প্যাঁচ শেখায়।

হচি তার নোট বই বার করে দেখ্‌লে—"এই ত ঠিকানা লেখা রয়েছে। কাছেই কোথাও সে আছে। তার সাহায্য পেলে হয়ত খোঁড়া চীনেটার"—কথাগুলো মনে মনে শেষ করতে না করতে হচি দেখলে, একজন

লম্বা চীনে হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা তাড়াতাড়ি সেই বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে ফিটনে উঠ্‌ল। সে উঠতেই ফিটন ছেড়ে দিলে।

তাকে দেখেই হচির বুকের ভেতরটা আনন্দে দুলে উঠ্‌ল। সে মহা উৎসাহে ছুটে গাড়ীর পিছনে উঠ্‌তে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে কে যেন দুখানা শক্ত হাতে তার কোমর ধরে দূরে টেনে ফেলে দিয়ে শীষ দিলে

অমনি ঘোড়ার পিঠে চাবুক পড়ল। গাড়ী ছুট্‌তে লাগল। হচি প্রথমটা হতভম্ব হয়ে গেল। কিন্তু তা নিমেষের জন্য ; নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে সে তাকিয়ে দেখে একটা লোক চট্‌ করে পাশের বাড়ীতে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলে, গাড়ীখানাও ততক্ষণে গলির বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

হচি তবুও ছুটল। সামনে গাড়ী ও রিক্‌স আস্‌ছে। হচি সেগুলোর পাশ কাটিয়ে ছুটছে। পথিকরা তাকে ছুটতে দেখে অবাক্‌। কেউ বল্‌ছে "চোর," কেউ বল্‌ছে "গুণ্ডা।"

ছুটতে ছুটতে হচি গলির মোড়ে এসে ঘুরতে গিয়েই একটা লোকের সঙ্গে ধাক্কা খেল।

সামনে বড় রাস্তা ; ট্রাম, রিকস, ঘোড়ার গাড়ী,

…চি গলির মোড়ে এসে ঘুরতে গিয়েই একটা লোকের সঙ্গে ধাক্কা খেল।

লোকজন যাওয়া-আসা করছে। এর মধ্যে গলির ফিটনখানা যেন মিলিয়ে গেছে ; খুঁজে বার করা খুবই কঠিন।

কিন্তু হচি তাকিয়ে দেখে যে লোককে সে খুঁজছিল তার সামনে সেই লোক! লোকটা তার দিকেই এগিয়ে আসছিল। পাশের দোকানের আলো এসে লোকটার মুখে-চোখে ও সারা শরীরে পড়েছে। ঐ ত লোকটা খুড়িয়ে চল্‌ছে কিন্তু হাতের ব্যাণ্ডেজ কৈ?

সেও হচির দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে ছিল।

হচি ধাঁধাঁয় পড়ে গেল। সে যাকে কয়েক মিনিট আগে দেখেছে গলিতে ফিটনে তাকেই দেখছে হাত কয়েক দূরে সামনে! এর মানে কি? নিশ্চয়ই কোন গভীর রহস্য এর মধ্যে আছে। হয় তার ভুল হচ্ছে, না হয় দুটি লোককে প্রায় একই রকম দেখতে। বিকেলে যে লোকটিকে সে দেখেছিল তার সঙ্গে এর যেন মিল্ আছে।

যাই হোক্, সন্দেহটা ভেঙ্গে নেওয়া দরকার। লোকটা তার কাছে আসতেই হচি বল্‌ছে—"নমস্কার মশায়, আবার আপনার সঙ্গে দেখা হল—"

লোকটা বল্‌লে—"নমস্কার! সঙ্গে সঙ্গে থাক্‌লেই দেখা হয়।"

উত্তর শুনে হচির মনে ঘোর সন্দেহ হল। এ কি

করে জান্‌ল, যে সে পিছনে ঘুরছে ! তারপরই মনে পড়ল, না জান্‌লে ট্রামে তার পকেটে চিঠি দেবে কি করে ! কিন্তু এর নাকের পাশে ত কাটা দাগ বা আঁচিল নেই ; যখন কথা বল্‌ছে ওপরের দাঁতের পাটিও বেরিয়ে পড়ছে না।

এমন সময় হচির পিছন থেকে কে যেন বলে উঠল —"নমস্কার হুটেন সাহেব !"

"নমস্কার ! লুং চাং যে ? কবে এলে ?"

হচি ফিরে দেখে সেই ক্যান্‌টনি কাঠমিস্ত্রী। সে হচিকেও দেখেছিল ; দেখেই হেসে বল্‌লে—"নমস্কার ওস্তাদ!"

"নমস্কার। ভাল আছ ?"

"হ্যাঁ"—বলে সে খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল। তার পর বল্‌লে—"হুটেন সাহেবকে চেনেন ? বড় খলিফা লোক। হুটেন সাহেব, মিঃ হচিকে চেনেন বোধহয় ? আমার ওস্তাদ—"

এবার হুটেন ও হচি পরস্পরকে বেশ ভাল করে দেখে নিলে। হচির মনে যে সন্দেহটা উঠেছিল, সেটার এবার অবসান হল। হুটেন চীনা দস্যু নয়। কিন্তু কে ? তবে যেই হোক, হচির তাতে কি আসে যায় ?

হুটেন ভাবলে হচি জাপানী এবং লুংচাংয়ের ওস্তাদ হতে পারে কিন্তু তাতে চীনা বণিকের চর হতে বাধা কি ?

সে লুং চাংকে বল্‌লে—“কোথায় থাক ?”

লুং চাং বললে—“এই ত পাড়া—”

“বটে ? তোমার সঙ্গে একটু দরকার ছিল—”

“তা, আমার এখন সময় আছে—”

হচি বল্‌লে—“লুং চাং, তোমাকে ত এখন পাওয়া যাবে না ? আমি তোমার কাছেই যাচ্ছিলুম—”

লুং চাং হেসে বল্‌লে—“ওস্তাদ ! আপনাদের মত লোক আমার সঙ্গে দেখা করতে চান, বড় খুশীর কথা। কিন্তু একটু যদি অপেক্ষা করেন। ঐ যে চায়ের দোকান—”

হচি বিপরীত পেভমেণ্টের ধারে চায়ের দোকানে গিয়ে উঠলো।

হুটেন বল্‌লে—“লুং চাং, তুমি ত সব খবর রাখ। পরশু দিন খবরের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিল, জান বোধ হয় ?”

“হাঁ সাহেব। সেই কোয়াংসি গুণ্ডার কথা ? সে ত একটু আগে বুতেনবার্গ গেল। আর বোধ হয় ফিরবে না—

“কোথায় ? বুতেনবার্গ ? বুতেনবার্গ ? ধন্যবাদ লুং চাং। এই নাও এক ডলার।” বল্‌তে বলতে হুটেন লুং চাংয়ের হাতে একটা ডলার গুঁজে দিয়ে ষ্টেশনের দিকে ছুটল। ঘড়িতে দেখলে তখনও আধঘণ্টা সময় আছে।

কিন্তু হোটেলে গিয়ে খাবার সময় আর নেই। কাছে যে টাকা পয়সা আছে, তাতে খরচ চলে যাবে। আগষ্ট মাস, শীত বস্ত্রেরও বিশেষ দরকার নেই।

কিন্তু এসব ছাড়া বিপদ-আপদ আছে যথেষ্ট। তার সঙ্গে কতদূর যেতে হবে, কোথায় গিয়ে তাকে ধরা সম্ভব তারই বা স্থিরতা কি ?

হুটেন আবার হাত ঘড়িটা দেখলে; এখনও বিশ মিনিট বাকী। কিন্তু ষ্টেশন এখান থেকে তখনও এক মাইল দূর।

পিছনে একখানা গাড়ী আসছিল; হুটেন ফিরে সেখানা ভাড়া করতে গিয়েই দেখে তাতে হচি বসে আছে। কোথায় চলেছ ও ? ষ্টেশনে ?

হচিও হুটেনকে দেখেছিল। দেখেই সে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে গাড়োয়ানকে বল্‌লে—"জোরে চালাও—"

গাড়ী ছুটল।

ঠিক তখন হুটেনও আর একখানা গাড়ীতে উঠে ষ্টেশনের দিকে ছুটল।

তুখানা গাড়ীতে রেস হচ্ছে—কে আগে যায়। কেউ কারুকে হারাতে পারে না। তুজনেই প্রায় এক সঙ্গে ষ্টেশনে উপস্থিত।

ভাড়া চুকিয়ে তুজনেই টিকিট করে প্ল্যাটফরমে ঢুকে দেখে গাড়ী ছাড়তে আট মিনিট দেরী।

সমস্ত কামরাগুলো যাত্রী বোঝাই, কোথায়ও একটুও জায়গা নেই।

তুজনেই গাড়ীর এ মুড়ো থেকে ও মুড়ো ঘুরে এল। প্রত্যেক গাড়ীর জানালা দিয়ে দেখলে—জায়গা ত নেই-ই, তারা যাকে খুঁজছে তাকেও দেখা যাচ্ছে না।

লুং চাং কি তবে ঠিক বলেনি? না, সে ঠিক জানে না? কেবল বাহাতুরী দেখাবার জন্য বাজে কথা বলেছে?

এদিকে টিকিট করা শেষ, গাড়ীও ছাড়ে ছাড়ে, প্রথম ঘণ্টা পড়ে গেছে। হঠাৎ হচির নজর পড়ল, সামনে একটা কামরার কোণে। একটা দাড়ীওয়ালা চীনে, তাকে তীক্ষ্ণ চোখে দেখছে।

ও দাড়ি কি আসল? কিন্তু লোকটা একটু যেন কুঁজো। এর বেশী তখন আর ভাববার বা দেখবার উপায় নেই।

ঢং ঢং শব্দে ঘণ্টা পড়ল, গার্ড হুইস্‌ল্ দিলে, বাঁশী বাজিয়ে গাড়ীও চল্‌তে সুরু করলে।

হচি গাড়ীতে উঠে পড়েছে; হুটেন কোথায় উঠেছে, কে জানে।

(৪)

গাড়ী চলেছে—

কামরাখানাতে একটুও বসবার জায়গা নেই, হচি জানালার দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

গাড়ীর কোণে যে দাড়ীওয়ালা চীনেটা বসেছিল, সে হচির দিকে আর মনোযোগ দিলে না। তাঁর হাতে একটা কালো রংএর মালা ছিল, সেটা ঘুরিয়ে জপ করতে স্থরু করলে।

লোকটার মুখ-চোখে পরম ভক্তির ভাব। তবুও হচির মনে হচ্ছে, লোকটার দাড়ি আসল নয়। হচি তীক্ষ্ণ চোখে তাকে লক্ষ্য করছে। কিন্তু সেদিকে তার ভ্রুক্ষেপ নেই, সে এক মনে জপ করে যাচ্ছে।

লোকটার পাশে একজন চীনা বসেছিল ; সে মনের আনন্দে গান ধরে দিলে। তার ছোট চোখ দুটো গানের ভাবে আরও ছোট হয়ে গেছে। সে গাইতে গাইতে এক একবার চোখ খুলে হচিকে দেখছে।

তাদের দুজনের কাণ্ড দেখে হচির বড় অস্বস্তি বোধ হতে লাগলো। তার মনে হল, দুজনে যেন পরামর্শ করে গান ও মালাজপতে স্থরু করেছে।

গাড়ী দেখতে দেখতে কয়েকটা ষ্টেশন ছাড়িয়ে গেল।

সামনে একটা বড় ষ্টেশন ; আর আধঘণ্টার মধ্যেই গাড়ী সেখানে পৌঁছবে। বুতেনবার্গ পৌঁছতে ভোর—এতটা পথ দাঁড়িয়ে যাওয়া সত্যই কষ্টকর। একটু বসবার জায়গাও যদি করা যেত।

এদের মধ্যে কেউ কি সামনে কাছে কোথাও নামবে না? হচি ঘুরে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলে, বাইরে অন্ধকার। দূরে দূরে দু একটি আলো দেখা যাচ্ছে, বোধহয় গ্রামের আলো। আকাশের কোথাও ফাঁক নেই—তারা, তারা, তারা।

হঠাৎ গাড়ীর বেগ কমে এল ; তারপর আস্তে আস্তে একেবারে থেমে গেল। সকলেই মুখ বাড়িয়ে দেখছে—সামনে লাল আলো। বোধহয় লাইন মেরামৎ হচ্ছে। গাড়ী সেখানে মিনিট দুই থেমেই আবার চলতে স্বরু করলে।

সামনেই ঐ যে প্ল্যাটফরমে আলোর সারি দেখা যাচ্ছে। হচি গাড়ীর ভেতর মুখ ঢুকিয়ে আবার আগের মত জানালায় পিঠ দিয়ে দাঁড়ালো।

গাড়ীর ভেতর সকলেই তেমনি বসে আছে ; কিন্তু সে দাড়ীওয়ালা চীনেটা কোথায় গেল? তার পাশে যে চীনেটা বসে গান গাইছিল, সেটাকেও ত দেখা

যাচ্ছে না। হচি চারধারে বেশ ভাল করে তাকিয়ে দেখ্‌লে—নেই।

কোথায় যেতে পারে? যেখানে গাড়ী থেমেছিল, সেখানে নেমে গেছে কি? তাছাড়া আর কোথায় যাওয়া সম্ভব? কিন্তু কেন গেল?

তারা রেলের মজুর যে নয়' তা' চেহারা দেখে বেশ বোঝা গেছে। তবে কি ছদ্মবেশে ওরা সেই চীনে দস্যু আর তার সহকারী? সম্ভব তাই। না হলে, তার দিকে অমন ভাবে তাকাবে কেন আর হঠাৎ এমন উবে যায় কি? রকম দেখে মনে হয় উবেই গেছে।

হচির পাশে যারা বসেছিল, তারাও বলাবলি করছে—"ওরা নেমে গেল কেন?"

একজন বল্‌লে—"বোধহয় টিকিট নেই।"

আর একজন বললে—"তা নয়! নিশ্চয়ই কোন মতলব আছে। খুব সম্ভব ওরা এই অঞ্চলেরই লোক। নাহলে এই অন্ধকারে নামে?"

প্রথম জন বললে—"এই ত কাছেই ডাকাতে মাঠ। গুণ্ডাদের কেউ না হলে এখানে নামতে সাহস করে? আমি এ লাইনের হালচাল সব জানি। ওরা এখান থেকে গাঁয়ের ভেতর দিয়ে সমুদ্রের ধারে যায়। সেখান

থেকে দেশী জাহাজে সুমাত্রা, সিঙ্গাপুর, ক্রাকাটোয়া যাওয়া-আসা করে।

ওরা না করে এমন কাজ নেই। ওদের বড় দল থাকে কোয়াংসিতে”—

লোকটার কথা শুনে হচির মন আনন্দে নেচে উঠল। সে স্থির করলে, আর এগোবে না, সামনের ষ্টেশনে নেমে এদের পিছনে ধাওয়া করবে।

গাড়ী ষ্টেশনে থামতে না থামতে নেমে পড়ল।

গাড়ী এখানে পনের মিনিট থামে। সে গেটে টিকিট দেখিয়ে বললে—“বাইরে ঐ দোকানটায় একটু দরকার আছে। এখনি ফিরে আসব।”

টিকিট কালেকটার আপত্তি করলে না; হচি বেরিয়ে পড়ল।

নিতান্ত অচেনা জায়গা। তার ওপর একখানা বড় গ্রাম বললেই হয়। রাস্তায় আলো বিশেষ নেই; যা দু একটি আছে তাতে অচেনা লোকের পক্ষে পথ চিনে যাওয়া কঠিন।

এখানে সে কোথায় যাবে? যেখানে লাইন সারা হচ্ছে, সেই জায়গাটা এখান থেকে এক মাইল দূর বলে মনে হচ্ছে। লাইনের ওপর দিয়ে সেখানে গেলে কেমন

হয়? কিন্তু কাজটা বড়ই বিপজ্জনক; তা ছাড়া, সে যে চীনা গুণ্ডাটার যথার্থ সন্ধান পেয়েছে তারই বা ঠিক কি? এও সম্ভব, হুটেন ঠিক তার পিছনে আছে। সেই জন্যে সে নামেনি।

গাড়ী তখনও প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে ছিল। হচি বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে সারা ট্রেণখানাকে দেখতে লাগল। ঐ যে খোঁড়াতে খোঁড়াতে হুটেন—হাঁ। হুটেনই ত—গার্ডের গাড়ীর দিকে যাচ্ছে। যেতে যেতে প্রত্যেক গাড়ীর কামরায় উঁকি মারছে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে। ও এখনও গুণ্ডাটার সন্ধান পায় নি। পেলে নিশ্চয় সে এমন ভাবে খুঁজত না।

হচি একটু আড়ালে সরে দাঁড়ালো। হুটেন গেটের দিকেই আসছে। কিন্তু একেবারে গেট অবধি এল না। সেইখানে দাঁড়িয়ে গাড়ীর দিকে তাকিয়ে রইল।

হচির দৃষ্টিও গাড়ীর দিকে। কিন্তু এমন কোন লোককে তারা দেখ্‌তে পেল না, যাকে চীনে দস্যু বলে অন্ততঃ ভুলও করতে পারে।

সময় উতরে গেল; গাড়ী ছাড়বার ঘণ্টা পড়ল, হুটেন গিয়ে গাড়ীতে উঠ্‌ল। গাড়ীও ছেড়ে দিলে।

হচি বেড়ার ধারে তখনও তেমনি দাঁড়িয়ে। গাড়ী

প্ল্যাটফরম ছেড়ে চলে গেলে সে ষ্টেশনের ধার দিয়ে লাইনের ওপর উঠ্‌ল।

অন্ধকার! দূরে সিগন্যালের আলো দেখা যাচ্ছে। লাইনের ওপর তখনও আলো জ্বেলে কাজ হচ্ছিল। ঐ মজুররা আলো হাতে এদিক-ওদিক ঘুরছে।

হচি তাদের লক্ষ্য করে চল্‌তে লাগ্‌ল। চল্‌তে চল্‌তে, তার মনে হল, মাটি যেন কাঁপছে। সে ডিস্‌ট্যাণ্ট সিগন্যাল ছাড়িয়ে মাত্র হাত কয়েক রোজ গেছে। সে থমকে দাঁড়ালো। একি সিগন্যাল পোষ্টও দুলছে যে! ভূমিকম্প হচ্ছে?

জাপানের মত জাভায়ও ঘন ঘন ভূমিকম্প হয়। দেশটার একদিক দিয়ে বরাবর পাহাড়; এর মধ্যে এখানে-ওখানে ছোট বড় আগ্নেয়গিরি।

হচি সেই অন্ধকারে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ছুটে সিগ্‌ন্যাল পোষ্টটার কাছ থেকে দূরে গিয়ে দাঁড়ালো। মাটি খুব জোরে কাঁপছে। ষ্টেশনের ধার থেকে ভয়ানক গোলমাল শোনা যাচ্ছে। লাইনটাতেও আওয়াজ হচ্ছে; দুপাশে টেলিগ্রাম ও টেলিফোনের তারও ঝন্‌ ঝন্‌ শব্দে দুলছে। সামনে একটা ছোট ব্রিজ ছিল; সেটার গার্ডারগুলো শব্দ করছে—কড়াৎ খট্‌ খট্‌।

হচি চুপ্‌ করে দাঁড়িয়ে আছে। প্রায় আধ মিনিট কম্পনের পর পৃথিবী স্থির হল। কিন্তু এর ফলে কোথাও কোন ক্ষতি হয়েছে কিনা কে বল্‌বে ?

সে আবার চল্‌তে লাগ্‌ল এবং মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই সামনের ব্রিজ পার হয়ে গেল। মজুররা যেখানে কাজ করছিল, সেখান থেকে জায়গাটা আর বেশী দূর নেই ; তাদের বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

হচি গিয়ে যখন পৌঁছলো, তখনও তাদের মধ্যে উত্তে-জনা কমে নি। মজুরদের মধ্যে জন কয়েক চীনা মজুর ছিল। হচিকে সেখানে দেখে মজুরেরা সকলে অবাক।

হচি সেখানে একজনকে বল্‌লে—“ভাই, এখানে কাজ পাওয়া যাবে ?”

সে বল্‌লে—“সর্দ্দারের কাছে যাও—”

সর্দ্দার একজন ওলন্দাজ ফিরিঙ্গী। হচি কাছে যেতেই সে প্রথমটা তার দিকে ফিরেও তাকালো না। সে তখন একজন জাভানীজ মজুরকে ধমকাতেই ব্যস্ত। মজুরটার পিঠে দু এক ঘা পড়লও ; কিন্তু তার তাতে লজ্জা বা অপমান বোধ হল না। জাপানী ছাড়া আমাদের এশিয়া-বাসীদের রীতিই এই। আত্মসম্মান বোধটা আমাদের নেই বল্‌লেই চলে।

হচি ডাকলে—"সাহেব !"

সর্দ্দার সাহেব রুক্ষ মেজাজে জিজ্ঞাসা করলে—"কি চাই ?"

"কাজ।"

"তুমি দেখছি জাপানী।"

"হাঁ।"

"তোমাকে দিতে পারি এমন কাজ নেই—"

"আচ্ছা" বলে হচি সেখান থেকে সরে এসে একজন চীনা মজুরের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে নিলে।

কথায় কথায় জানতে পারলে, কিছুক্ষণ আগে দুজন চীনে এখানে নেমেছে বটে কিন্তু তারা কোন্ দিকে গেল কেউ দেখেনি।

"তাদের কি রকম দেখতে বল্‌তে পার ?"

"কেন ?"

"আমায় দুজন চীনে বলেছিল, এখানে কাজ দেবে। একই গাড়ীতে আমরা আসছিলাম ; কিন্তু এখানে তারা কোথায় যে নেমে গেল—"

আরও দুজন মজুর এসে পাশে দাঁড়িয়েছিল। তাদের একজন বল্‌লে—"হাঁ হাঁ—দুজন নেমেছে বটে। একজন খোঁড়া, লম্বা—"

"মুখে দাড়ি আছে ?"

"না, কারো দাড়ি নাই—"

"তারা কোন দিকে গেছে ?"

"তা দেখি নি।

"হয়ত ঐ ডাকাতে মাঠে—"

বলে লোকটা আঙ্গুল বাড়িয়ে একটা দিক দেখালে।

হচি তাকিয়ে দেখলে, সেদিকটা অন্ধকার। জিজ্ঞাসা করলে—"ওখানে কি আছে ?"

"মাঠ আর একটা বড় জলা, তার চারধারে নারকেল গাছ।"

"ঐ জলার ধারে ডাকাতের আড্ডা ?"

"তা জানি না। আমরা দিনকয়েক হল এখানে কাজ করছি।"

"ওর পর আর কিছু নেই ?"

"আছে, গ্রাম। তার ক্রোশ কুড়ি পরে সমুদ্র। দিনের বেলায় দেখা যায় একটা সোজা রাস্তা মাঠের ওপর দিয়ে জলার পাশ দিয়ে গ্রামের দিকে চলে গেছে—"

হচি তাদের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়ে সেই অন্ধকার মাঠের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

এই অন্ধকারে সে কোথায় যাবে ? হঠাৎ সে দেখলে

মাঠের মাঝে একজায়গায় আলো জ্বলে উঠল। কিছুক্ষণ জ্বলেই আলোটা নিভে গেল আবার জ্বলে উঠল। আবার নিভল।

আলোটা জ্বলছে নিভছে অথচ সরে যাচ্ছে না। এতে মনে হয় মাঝে মাঝে কোন কিছু আলোটা আড়াল করে দাঁড়াচ্ছে। কিন্তু সেটা কি?

এই অন্ধকার রাতে মাঠের মধ্যে আলো জ্বেলেছে সেই চীনা দুজন কি?

হচিব হাতে সব সময়ই একখানা মোটা বেতের লাঠি থাকত। পকেটে হাত দিয়ে দেখ্‌লে, ক্ষুদে রিভলভারটাও ঠিক আছে।

সে লাইন থেকে মাঠে নেমে আলোটা লক্ষ্য করে চল্‌তে লাগ্‌ল।

ফাঁকা মাঠ। হচি চলেছে। অন্ধকারে চলে চলে তার দৃষ্টি বিশেষ পীড়িত হচ্ছে না। আলোটাও এবার এক জায়গায় স্থির হয়ে আছে।

প্রায় মিনিট পনেরো চলবার পর তার মনে হল, লোকের গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে; কিন্তু খুব অস্পষ্ট। সামনে আলোটা তখনও প্রায় আধ মাইল দূরে হবে। ওখানে কথা বল্‌লে, এখানে যে শোনা যাবে না, এ ঠিক।

পিছনে রেল লাইনও অনেক দূরে। হচি থমকে দাঁড়ালো। ঐ ত শব্দ আস্‌ছে। সে আর না দাঁড়িয়ে সেখানে বসে পড়ল। বসে বসে প্রায় মিনিট চার পাঁচ কেটেছে। শব্দটা এবার আরও কাছে।

সে চারধারে তাকাচ্ছে। এবার বেশ স্পষ্ট শোনা গেল, দুটো লোক চীনে ভাষায় তর্ক করছে। লোক দুটো যে খুব উত্তেজিত হয়েছে এতে আর ভুল নেই।

যেদিক থেকে শব্দটা আস্‌ছিল, সে সেদিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে রইল। ঐ যেন মনে হচ্ছে, দুটো কালো মূর্ত্তি সরে যাচ্ছে!

হচি তাদের পিছন নিলে। তাদের দুএকটা কথা হচির কানে আস্‌তে লাগ্‌ল। একজন বল্‌লে—"মেরে ফেল্‌ব।"

কাকে?

একজন বল্‌লে—"জাপানী"—

হচির কথা কি? সে একটু জোরে চল্‌তে লাগ্‌ল। তারাও জোরে চল্‌ছে।

ঐ যে সামনে আলো; এক সার গাছ দেখা যাচ্ছে না? এবার সাবধান হওয়া দরকার। হচি থমকে দাঁড়ালো।

লোক দুটো চলেছে। হঠাৎ পেঁচা ডেকে উঠল। দূর থেকে তার উত্তর এল। তারপর সব চুপ্।

আবার পেঁচা ডেকে এল, আবার দূর্ থেকে তার উত্তর এল। কিন্তু পেঁচাই ডাক্ছে কি?

হচি এবার আস্তে আস্তে সেদিকে এগিয়ে যেতে লাগ্ল। সামনের নারকেল গাছের সারিটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ঐ যে আলো জ্বল্ছে ; জলে তার ছায়া।

হচি একটা নারকেল গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখ্লে দুটো লোক আলো সামনে নিয়ে বসে।

সে আর একটা গাছের পাশে একটু সরে যেতেই দেখ্লে, আরও দুটো লোক গিয়ে তাদের সঙ্গে যোগ দিলে।

এরা সম্ভবতঃ সেই মাঠের লোক দুজন।

তারা আলোটাকে ঘিরে বসেছে। আস্তে আস্তে কথা স্বরু হল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই চারজনে তুমুল বচসা বেধে গেল।

যতদূর মনে হচ্ছে, তারা একটা সমস্যার সমাধান করতে চায় ; কিন্তু সকলে এক মত হতে পারছে না।

হচি আরও খানিকটা সরে গেল। কিন্তু সেই সময় তার পায়ে একটা শুক্নো নারকেল ডাল বেধে খড়মড় শব্দ উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে আলোটা নিভে গেল ; লোকগুলোও চুপ ! তারা তখনও সেখানে বসে আছে কিনা বোঝা গেল না। হচি কিন্তু তেমনি দাঁড়িয়ে আছে।

তারপর বোধ হয় মিনিট পাঁচ কেটেছে। হচি শুনলে, তার পিছনে অনেকগুলো পায়ের শব্দ। সে সাবধান হবারও অবসর পেল না, হঠাৎ খানকয়েক শক্ত হাত তার ঘাড়ের ওপর পড়ল।

৫

হচির সৌভাগ্য যে, যে ডালে পা বেধে শব্দ হয়েছিল, ঠিক সেই ডালের গোড়ার দিকটা তাদেরও দুজনের পায়ের ফাঁকে পড়ে সজোরে ঘুরে গেল। তার ফলে তাদের হাত একটু শিথিল হ'ল।

সেইটুকুর সুযোগেই হচি গাছটার ওধারে ঘুরে গেছে। তখন তার ও লোকগুলোর মাঝে একটা নারকেল াছ।

হচি পকেট থেকে রিভলবার বার করে আওয়াজ করবার আগেই দেখলে, তার সামনে একটা মশাল জ্বলে উঠলো। সেই আলোয় সে দেখতে পেলে, চারজন চীনে।

সেই আলোয় হুচি দেখতে পেলে চারজন চীনে।

তাদের মধ্যে একজনের হাতে মশাল, একজনের হাতে লাঠি, একজনের হাতে ছোরা ও তাদের মধ্যে লম্বা যে তার হাতে পিস্তল।

লোকটার নাকের ডান ধারে কাটার দাগ ; বোধহয় ছোরার। আর একপাশে একটা আঁচিল। সে রুক্ষ গলায় বল্‌লে—“কি হে জাপানী! নয় হাজার ডলারের লোভ এবার মিটবে বোধ হয় ?”

হচি দেখলে, কথা বলবার সময় লোকটার ওপরের দাঁতের পাটি বেরিয়ে পড়ল। এত কাছে এমনভাবে লোকটাকে সে এই চারদিনের মধ্যে একবারও দেখতে পায় নি। কিন্তু আজ যে ভাবে সে তার সম্মুখীন হল আধ মিনিট পরেও তার ফল কি যে হবে, তা সে জানে না। সে বল্‌লে—“তুমি বোধ হয় বুঝতে পারছ, তোমার ছ’হাজার ডলার আমাকে আগেই দিতে হবে। বণিক মশায়ের সঙ্গে বোঝা-পড়া করব পরে। দেখছ, তোমরা কেউ একটু নড়লে একেবারে কাঠের মত স্থির হয়ে এই জলার ধারে পড়ে থাকতে হবে—?”

সে লোকটা বল্‌লে—“কিন্তু তার আগে তোমার কি অবস্থা হবে জান ?”

হচির বুকের ওপর পিস্তল, গুণ্ডাগুলোর বুকের ওপরও

হচির ছোট রিভলভার। হচির তীক্ষ্ণ চোখ দুটো আরও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে।

হচি বল্‌লে—"সকলে হাত তুলে দাঁড়াও—"

চীনেটা বল্‌লে—"রিভলভারটা লক্ষ্মী ছেলের মত ফেলে দাও—এক, দুই—"

হচিও বল্‌ছে—"এক—দুই—"

যার হাতে মশাল ছিল, সে দাঁড়িয়েছিল প্রায় সকলের পিছনে। সে চট্ করে নারকেল গাছের আড়ালে সরে গিয়ে মশালটাকে হচির গায়ে ছুঁড়ে দিলে। কিন্তু তার খানিকটা পড়ল চীনে গুণ্ডা ও খানিকটা পড়ল হচির গায়ে।

কাণ্ডটা নিতান্ত আচম্বিত ঘটল। কেউ এর জন্যে প্রস্তুত ছিল না। তারা দুজনে লাফিয়ে সরে দাঁড়ালো; কিন্তু সেই সময়ের মধ্যেই দুজনে দুজনকে গুলী করলে।

এ অবস্থায় লক্ষ্য ঠিক থাকে না। অবশ্য তাতে বিশেষ ক্ষতি নেই; বরং অকৃতকার্য্যতা জীবন রক্ষার একটা সুযোগ।

বলাবাহুল্য, সকলেই এই সুযোগ গ্রহণ করলে, কিন্তু চীনে গুণ্ডাদের মতল্‌ব হল, হচিকে মারতেই হবে। হচিরও জেদ বাড়ল, ওকে বন্দী করবই। সামনে যখন গ্রাম

আছে, তখন থানাও আছে। পুলিশের সাহায্য নেওয়া কঠিন হবে না। কিন্তু তার আগে ওদের চোখে চোখে রাখা দরকার। সে পথে যদিও বিপদ অনেক, তবুও সে যে কাজের ভার নিয়েছে, তাতে সুখ ও আরাম থাকার কথা নয়।

সে জাপানী; কোন কাজকে অবহেলা করে না, বিপদকেও সে ভয় পায় না। যে কাজেরই ভার নিক, ছোট হোক্ বড় হোক্ সু-সম্পাদন করবার চেষ্টা সকল জাপানীরই স্বভাব। তার দেশ পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সে সেই শ্রেষ্ঠ দেশেরই লোক।

সে তখন জলার ধার দিয়ে নারকেল গাছের আড়ালে আড়ালে চলছিল। আবার চারধারে অন্ধকার।

মশালটা মাটিতে পড়েও জ্বলছিল। এখন তার আলোটা নিভে গেছে কিন্তু আগুনটা জোনাকীর মত একটু একটু জ্বলছে।

হচির লক্ষ্য হল, চীনেগুলোর সঙ্গে সঙ্গে থাকা। কিন্তু কি করে তা সম্ভব? চীনেগুলো এখনও সেখানে আছে কিনা, তাই বা জানা যায় কি করে? তারা যদি সেখানে থেকে সরে গিয়ে থাকে, তবে কোন দিকে গেল?

ভাব্‌তে ভাব্‌তে হচির মাথায় এক মতল্‌ব দেখা দিল।

যতদূর মনে হচ্ছে, এই ঘটনার পর ওরা চারজনে এক সঙ্গে এখন নেই ; সম্ভবতঃ দুটো ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। আর, যদি তার অনুমান ঠিক না হয় ? তাতেই বা ক্ষতি কি ?

সে জলার ধার থেকে মাঠে নেমে গেল ; তারপর উপুড় হয়ে শুয়ে মাটিতে কাণ পেতে শুনতে লাগল। না, কিছুই শোনা যাচ্ছে না ত ? শুয়ে শুয়ে সে মাটির ওপর দিয়ে দিক চক্রবালের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে দেখতে লাগল।

কাছে যদি কিছু থাকে, দাঁড়িয়ে তাকে দেখা না গেলেও, এভাবে শুয়ে তাকে দেখতে পাওয়া সম্ভব। তবুও কোন লোককে দেখতে পাওয়া গেল না। সে আরও ভাল করে দেখলে—ঐ যে কি একটা নড়ছে না ? হাঁ, তাই ত। সে রিভলভারটা বার করে হাতে নিয়ে এক দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে রইল।

ঐ যে আসছে ; ওর চোখ দুটো চক্ চক্ করছে। ওটা মানুষ নয় যে এটা ঠিক। তবে কি ? সেটা আর একটু সরে এসে হঠাৎ দৌড় দিলে। হচি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেল্‌লে ; ওটা শিয়াল। অবশ্য শিয়াল ছাড়া আর কোন জন্তু এখানে আসা সম্ভবও নয়।

হচি এবার উঠে বসে হঠাৎ পেঁচার ডাকের নকল করে শব্দ করে উঠ্ল। শব্দটা অন্ধকার মাঠের ওপর দিয়ে দূরে মিলিয়ে গেল। কিন্তু তার কোন উত্তর এল না।

সে আবার ডাক দিলে। এবার তার ডান দিক থেকে উত্তর এল। মনে হল শব্দটা যেন দূর থেকে আস্‌ছে।

হচি তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে উঠে শব্দ লক্ষ্য করে চল্‌তে লাগল। কিন্তু জোরে চলা যুক্তিসঙ্গত নয়। সে ত তাদের সঙ্গে মিল্‌তে চায় না। কেবল লোকগুলোর হদিস্ নিতে চায়।

কিছুদূর গিয়ে মনে হ'ল পিছন থেকে যেন পেঁচার ডাক শোনা যাচ্ছে। সামনে দূর থেকে তার অস্পষ্ট উত্তর এল। গ্রামও বেশী দূর নয়। ঐ যে তুএকটা আলো দেখা যায়।

হচি ভাব্‌লে একবার গ্রামে গিয়ে পড়তে পারলে হয়। সে পিছন ফিরে দেখ্‌লে। তখন একখানা গাড়ী যাচ্ছিল বাটাভিয়ার দিকে। ঐ যে সাপের মত হিস্ হিস্ শব্দে চলেছে। তার কামরার আলোগুলোকে মনে হচ্ছে, সচল আলোর মালা। লাইনের ধারে মজুররা তখনও কাজ করছিল। ঐ তার আলো।

এদিকে রাত অনেক, বোধ হয় একটা। আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ভোর হবে।

কিন্তু এই অপরিচিত গ্রামে সে আশ্রয় পাবে কোথায় ? এত রাত্রে কোন লোককেও পথে পাবে না যে আশ্রয়ের সন্ধান বলে দিতে পারে।

কিন্তু সামনে ওটা কি চক্ চক্ করছে, জল ? জলে একটি আলোর ছায়া পড়েছিল। ছায়াটা ক্রমে সরে যাচ্ছে। বোধ হয় নৌকার আলো। ঐ ত জলধারার শব্দ কানে আসছে। হচির আনন্দ হ'ল। গুণ্ডাগুলো নিশ্চয়ই নদীটা পার হতে পারবে না।

সে একটু জোরে হেঁটে নদীর ধারে গিয়ে পেঁ ছিল। ছোট নদী ; কিন্তু নৌকা চলাচল করে। তখন একখানা নৌকো এপার থেকে ওপারে যাচ্ছিল। তার দাঁড় বা হালের শব্দ শোনা যাচ্ছে। নৌকাখানা ওপারে যে ভীড়ল তাও বোঝা গেল।

হচি নৌকার ছোট আলোটার দিকে তাকিয়ে চুপ্ করে দাঁড়িয়ে ভাব্ছে। কিছুক্ষণ কেটে গেল, তবুও নৌকা-খানা ফিরে এল না বা সেখান থেকে কোথাও গেল না। চীনেগুলো যে কাছে কিনারে কোথাও আছে, তাও বোঝা যাচ্ছে না ত।

আবার সে হঠাৎ পেঁচার ডাকের নকল করলে। সঙ্গে সঙ্গে ওপারের আলো নিভে গেল।

এর কারণ কি ? ওটা কি চীনেদের নৌকা ? তারা কি বুঝতে পেরেছে, হুচি শব্দ করছে ? সম্ভব তাই। না হলে, এমন ঘটবার কোন কারণ ত খুঁজে পাওয়া যায় না।

যাই হোক্‌, সাবধানে হয়ে থাকা দরকার। কেননা কাছেই শত্রু। তারা যে-কোন মুহূর্তে তাকে আক্রমণ করতে পারে।

হুচি আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলে, পূবের তারা পশ্চিমে সরে গেছে ; পশ্চিমের তারাগুলোকেও আর দেখা যায় না।

ক্রমে রাতের অন্ধকার কেটে গিয়ে ভোর হল। আলোটা একটু ঘন হতেই হুচি দেখ্‌লে ওপারে কোন নৌকা নেই ; কিছুদূরে গ্রাম দেখা যাচ্ছে। ডানধারে প্রায় সিকি মাইল দূরে একটা উঁচু খিলেনওয়ালা সাঁকো। তার ওপর দিয়ে দুএকজন গেল-এল, হুচিও সেইদিকে চল্‌ল।

সাঁকো পার হয়ে গ্রামে ঢোকবার মুখেই সে দেখ্‌লে, রাস্তার ধারে একখানা বড ঘর। তার সামনে খানিকটা

জায়গা। তার ধারে একটা বাঁশের গায়ে সাইনবোর্ড ঝুল্‌ছে—তাতে সেই চীনে বণিকের নাম লেখা।

সেটা বোধহয় অফিস ঘর। বণিকমহাশয়ের কারবার তাহলে এখানেও আছে? কিন্তু লোকজন কারুকে ত দেখা যাচ্ছে না। এত সকালে ওঠে তাদের এমন গরজ কি?

হচি গিয়ে ঘরখানার বন্ধ দরজায় ঘা দিলে। কয়েক মিনিট পরে চোখ মুছতে মুছতে একজন লোক বেরিয়ে এল।

হচি বল্‌লে—"নমস্কার মশায়! এটা বাটাভিয়ার—বণিক মশায়ের বাড়ী?"

"তাঁর কারবারের শাখা অফিস—"

—"ভাল কথা। আমি তাঁরই কাজে এসেছি। আমাকে একটু সাহায্য করতে হবে।"

"এত সকালে?"

"এখনই—"

"কি বলুন?"

"বোধহয় জানেন, কিছুদিন আগে তিনি এক বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন—?"

"বুঝেছি, কি করতে হবে বলুন—"

"যতদূর মনে হচ্ছে, সেই দস্যুটা এই গ্রামে এসেছে—"

"এই গ্রামে ? কি করে জান্‌লেন ?"

"আমি তাকে অনুসরণ করতে করতে আস্‌ছি। মনে হয়, সে এই গ্রামেই এখনও আছে। পুলিশের সাহায্য ছাড়া তাকে বোধ হয় ত ধরা সম্ভব হবে না।—"

"বেশ! তাহলে চলুন। কিন্তু তার আগে এক কাজ করা যাক্—"

"মশায়! কাজ-টাজ এখন রেখে দিন। শুনেছি, ওরা এখান থেকে সোজা সমুদ্রের ধারে চলে যাবে। তার আগেই—"

"তার আগেই এখানকার ঘোড়ার আড্ডায় একবার খোঁজ নিয়ে আসি, আপনি বসুন। আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ফিরব—"

"না, চলুন আমিও যাব—"বলে হচি তার সঙ্গে ঘোড়ার অড্ডায় চলে গেল।

ঘোড়াওয়ালা বল্‌লে—"কাল রাতে সে দুটো ঘোড়া দুজন চীনের কাছে বিক্রী করেছে। তাদের নারকেল ব্যবসায়ী বলে বোধ হল। যতদূর মনে হয়, তাদের লক্ষ্য সমুদ্রতীর। ঐ দিকে অনেক চীনে ব্যবসায়ীর নৌকা যাতায়াত করে। সেগুলো যায় সুমাত্রা ও বোর্ণিও অবধি।"

হচি চীনে কর্ম্মচারীর কানে কানে বল্‌লে—"ও অঞ্চলে পুলিশে টেলিগ্রাম করা যায় না ?"

কর্ম্মচারীটি বল্‌লে—"ওদিকে টেলিগ্রাফ লাইন নেই। তবে এখান থেকে সমুদ্রতীর প্রায় চল্লিশ মাইল ; পথও বিশেষ ভাল নয়। মাঝে মাঝে বড় বড় জলা ও বন-জঙ্গল পড়ে। সেইজন্যে জল-হাওয়া খুব খারাপ।"

হচি এবার স্পষ্ট গলায় বল্‌লে—"খারাপ হোক ভাল হোক আমাকে এখনই যেতে হবে। একটি ভাল ঘোড়া চাই—সব চেয়ে তেজী, কষ্টসহিষ্ণু—"

ঘোড়াওয়ালা বল্‌লে—"আমার সব ঘোড়াই তেজী হুজুর। খোঁচা দিয়ে দেখুন। যেটা খুশী বেছে নিন্‌। ভাড়া চার ডলার, সাজ সমেত। ঘাস জলের খরচ আপনার। সমুদ্রতীরেও আমার ঘোড়ার আড্ডা আছে। ঘোড়াটাকে আমার লোকের হাতে দেবেন—"

চীনা কর্ম্মচারীটি বল্‌লে—"ওখানে আমাদেরও নৌকা পাবেন। দরকার হলে তারাও সাহায্য করবে—"

ঘোড়াওয়ালার আস্তাবল ঘোড়ায় ভরা। সব ঘোড়াগুলোই তেজী। কারো গায়ে মাংস নেই, কেবল হাড়। অতিকষ্টে তারা লেজ নাড়ছে, ঘাড় ফিরাচ্ছে, একটা হচির দিকে ঘাড় ফিরিয়ে একবার তাকালে।

হচি অনেক দেখে শুনে একটিকে বেছে নিলে। সাজ পরানো হ'ল।

ঘোড়ায় উঠতে উঠতে কর্ম্মচারীটিকে সে বল্লে—"নমস্কার মশায়! এবার হয়ত সদলে ফিরব—"

কর্ম্মচারীটি প্রতি নমস্কার করলে।

ঘোড়াওয়ালা বললে—"নমস্কার হুজুর! বরাবর পূব দিকে পথ। সাবধানে যাবেন।"

৬

ছোট গ্রাম; কাঁচা পথ। হচি চলেছে—

পথটা সত্যই গেছে বরাবর পূব দিকে। হচি কয়েক মিনিটের মধ্যেই গ্রাম পার হয়ে মাঠের মধ্যে পড়ল।

চল্লিশ মাইল পথ পার হতে বড় জোর আড়াই ঘণ্টা লাগবে। তবে মাঝে মাঝে জলা ও বন থাক্‌লে গোলমালের কথা বটে।

ক্ষেতখানি বেশ বড়—কেবল ধান। অগাষ্ট মাস; আকাশও মেঘে মেঘে ভরা। হচি মাঝক্ষেতে যেতেই বৃষ্টি নাম্‌ল। ঘোড়াটা প্রথমে ছুটছিল বেশ, বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তার বেগ কমে এল।

বৃষ্টিতে চারধার ঝাপ্‌সা! হচি মনে করছিল, ক্ষেত্রের পরই গ্রাম আছে। ওখানে কোথায়ও কিছুক্ষণের জন্য সে আশ্রয় নেবে।

সে ঘোড়াটাকে নানা রকমে উত্তেজিত করবার চেষ্টা করতে লাগ্‌ল। তার ফলে ঘোড়াটা উত্তেজিত হলও বটে কিন্তু সাম্‌নে এগিয়ে পিছনঁ ফিরে বাড়ীমুখো দিল দৌড়। যেমন ঘোড়াই হোক হচির কাছ থেকে কিন্তু তার নিষ্কৃতি পাওয়া সহজ নয়। কয়েক লাফ যেতে না যেতেই হচি, ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে দিল। এবার ঘোড়াটা কয়েকবার আপত্তি করে সামনেব দিকেই ছুটল।

কিছুক্ষণের মধ্যে ঘোড়া হচিকে নিয়ে ক্ষেত পার হয়ে গেল। বৃষ্টি তখনও সমানে পড়ছে।

সামনে যাকে গ্রাম মনে করেছিল, হচি দেখ্‌লে সেটা বন। বনের ধারেই কয়েকটা প্রকাণ্ড রবার গাছ ছিল। সে ঘোড়া থেকে নেমে তার নীচে দাঁড়ালো।

চারধারে ঝর্‌ ঝর্‌ টুপ্‌ টাপ্‌ শব্দে বৃষ্টি পড়্‌ছে; ডাল-পালা দুলিয়ে বর্ষার সজল বাতাস বনের মধ্য দিয়ে ছুটে চলেছে।

হচি ভাব্‌তে লাগল; শেষ অবধি তাদের ধরা যাবে কিনা, ঠিক কি? সমুদ্রের তীর একটুখানি নয়; তার

কোথায় কোন দিকে তারা যাবে, কি করে বোঝা সম্ভব? তারা সহজে ধরা দেবে না বলেই ঘোড়াওয়ালার কাছ থেকে ঘোড়া দুটো কিনে নিয়েছে। এই যে সে অনুসরণ করে চলছে এত সম্পূর্ণ আন্দাজের ওপর।

কাজটার ভার সে না ভেবেই নিয়েছে। এ কাজে সে অভ্যস্ত নয়; তার ওপর যে কাজের ভার পুলিশের ওপর দেওয়া উচিত বা যা পুলিশের কর্ত্তব্য তার পক্ষে সেটার ভার নেওয়া অনধিকার চর্চ্চা ছাড়া আর কি? কিন্তু এখন সে এমন জায়গায় এসে পৌঁছেছে যেখান থেকে ফেরা সম্ভব নয়।

ওদিকে আর একটা গোলমাল আছে, হুটেন। তবে ব্যাপার দেখে মনে হয়, সে চীনেটার সন্ধান এখনও পায় নি। কাজেই তার পক্ষে একাজ সহজে সফল হওয়া সম্ভব নয়। সে নিশ্চয়ই বুতেনবার্গে গিয়ে চীনেটার খোঁজ করছে।

কিন্তু এদিকে বৃষ্টি যে ছাড়ে না; শীঘ্র ছাড়বে বলে ত মনেও হচ্ছে না। তার ও ঘোড়াটার সর্ব্বাঙ্গ ভিজে গেল। সে প্রায় আধঘণ্টার ওপর সময় নষ্ট করেছে। এই সময়ের মধ্যে তারা কতদূর চলে গেছে। অবশ্য, এও হতে পারে, তারাও কোন আশ্রয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। যাই হোক, এগোন যাক্।

হচি আবার ঘোড়ায় উঠ্‌তে যাবে, এমন সময় শুন্‌লে খুব কাছেই ঘোড়ার পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। ঐ যে কারা জোরে জোরে কথা বল্‌ছে।

তারপর আধ মিনিটও কাটে নি, দুজন চীনে ঘোড়-সওয়ার ভিজ্‌তে ভিজ্‌তে সেখানে উপস্থিত। তারা হচিকে দেখে, একটু যেন বিস্মিত হল। লোক দুটো ঘোড়া থেকে নাম্‌ল না, ঘোড়ার ওপর বসেই একজন জিজ্ঞাসা করলে—"কোথায় যাওয়া হবে?"

হচি নিজের উদ্দেশ্য গোপন করে বল্‌লে—"এই দিকে।"

"কোন্ দিকে?"

হচি কোন উত্তর না দিয়ে ঘোড়ায় উঠে পড়ল। তত-ক্ষণে বৃষ্টিও ধরে এসেছে; কিন্তু বনের গাছ-পালার পাতা ও ডাল থেকে টুপ্ টাপ্ জল ঝরছে।

হচির ঘোড়া ছুটছে; বনের মধ্য দিয়ে পথ। পথটা মাঝে মাঝে সরু, মাঝে মাঝে হাত চার পাঁচ চওড়া। বনও কোথায়ও ঘন, কোথায়ও পাত্‌লা।

হচি যেতে যেতে পিছন ফিরে দেখ্‌লে। ঐ যে চীনে ঘোড়সওয়ার দুটোও আস্‌ছে।

এক জায়গায় বনটা বেশ গভীর। হচি সেখানে

হুচি প্রথম ঘোড়াটাকে গুলী করলে।

পৌঁছে আবার পিছন ফিরে দেখলে। লোক দুটো এবার একেবারে তার পিছনে এসে পড়ছে।

একজন তাকে উদ্দেশ করে বলে উঠল "বন্ধু, একটু দাঁড়াও। তোমার মত আমরাও বিদেশী। এস না তিন জনে এক সঙ্গে যাওয়া যাক্। আমরাও ঐ দিকে যাব—"

হচি কিন্তু দাঁড়ালো না, তেমনি বেগে চল্‌তে চল্‌তে জিজ্ঞাসা করল- "কোন্ দিকে ?"

"তুমি যেদিকে যাবে—"

"আমি কোন্ দিকে যাব ?"

"যেদিকে যাচ্ছ, সেই দিকে।"

"ওঃ" বলে হচি ঘোড়ার পিঠে চাবুক মারলে। ঘোড়াটা বিপদের আভাস পেয়েছিল কি না জানিনা, এবার ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটল।

চীনেদের ঘোড়া দুটোও ছুট দিলে। তারপর হাত পঞ্চাশেক যেতে না যেতে হঠাৎ একটা শক্ত দড়ি এসে হচির পিঠে পড়ল।

হচি ফিরে দেখে, সামনের চীনে ঘোড়সওয়ারটার হাতে ল্যাসো। হচির বড় ভাগ্য যে ফাঁসটা তার গলায় পড়ে নি ; আর, লোকটা ল্যাসো ছুঁড়তে তেমন ওস্তাদও

নয়। ঐ যে ল্যাজটা গুটিয়ে নিচ্ছে, এখনই আবার ছুঁড়বে।

সে আর এক তিলও সময় নষ্ট না করে পকেট থেকে রিভলভার বার করে চীনেটার ঘোড়াটাকে গুলি করলে। ঘোড়াটা ছুটতে ছুটতে লাফিয়ে উঠল, তারপরই হুড়মুড় করে মাটিতে পড়ে গেল। তার পরে যে চীনেটা ছিল, সে টাল সামলাতে না পেরে একেবারে তাদের ঘাড়ের ওপর এসে পড়ল।

তারপর কি হল, হচি দেখতে পেল না। সে তখন ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটল।

সিকি মাইল, তারপর আধ মাইল, তারপর এক মাইল এমনি করে হচি প্রায় তিন মাইল পথ পার হয়ে গেল।

এবার দুপাশে নীচু জমী; জল জমে আছে। রাস্তাও ভাল নয়; এক এক জায়গায় কাদায় ঘোড়ার পা বসে যায়। হচি ঘোড়াটাকে আস্তে চালাতে লাগল। পিছন ফিরে দেখলে;—না, কেউ আসছে না। সামনে দূরে একসার গাছ দেখা যাচ্ছে, ধোঁওয়ায় ঢাকা, বোধ হয় কোন গ্রামের সীমানা।

যদি গ্রাম হয়, সন্ধান নিলে জানা যাবে, তার আগে

ব্যবসায়ী কোন চীনে ঘোড়ায় চড়ে ওখান দিয়ে সমুদ্রের ধারে গেছে কি না।

পিছনে বনের মধ্যে যাদের সঙ্গে তার এক হাত লড়াই হল, তারা কে? যাদের পিছনে সে ধাওয়া করেছে, তাদেরই কেউ, না, ওরা এই বনের মধ্যে দস্যুবৃত্তি ক'রে বেড়ায়? যেই হোক কিছুক্ষণের জন্য যে ওদের হাত থেকে সে যে নিরাপদ, তাতে আর ভুল নেই। প্রথম ঘোড়াটার দফা সে রফা করে দিয়েছে। তার সওয়ারের অবস্থাও হয়ত সুবিধার নয়। পড়ে গিয়ে তার কণ্ঠার বা উরুর হাড় হয়ত ভেঙ্গে গেছে।

যদি তা নাও হয়, তাহলে পায়ে হেঁটে হচিকে অনুসরণ করা তার পক্ষে সহজ নয়। তবে যদি দুজনে এক ঘোড়ায় ওঠে। তাহলেই বা ভয় কি? ওদের জন্যে তার ভাবনা বিশেষ নেই।

আরও প্রায় আধ মাইল পার হবার পর, ধানক্ষেত আরম্ভ হ'ল। ধানক্ষেত দেখে হচির মনে দৃঢ় ধারণা হল, সামনেই গ্রাম।

দুপাশে ক্ষেত; বর্ষার সজল বাতাসে ঝল্‌মল্ করছে, আকাশ পথে একঝাঁক পাখী উড়ে যাচ্ছিল; চড়াই অথবা ঐ জাতীয় কিছু হবে।

রাত থেকে এ পর্য্যন্ত অনিদ্রা, পরিশ্রম ও ক্ষুধায় হচির শরীরকে বড় পীড়া দিতে আরম্ভ করলে। একটু বিশ্রাম, সামান্য পরিমাণও খাদ্য এখন তার বিশেষ দরকার।

চ'লতে চলতে সে দেখলে, তার ডান ধারে ক্ষেতের মধ্যে জন কয়েক চাষী কাজ করছে। ঐ যে গ্রাম, এখান থেকে আধ ঘণ্টারও কম। যেমন কোরেই হোক্, সে ওখানে একটু আশ্রয় নেবে।

পথটা পার হয়ে সে গ্রামে ঢুকবার আগে একবার পিছন ফিরে দেখলে। সোজা রাস্তা—চলেছে, কেবলই চলেছে, শেষে যেন আকাশের সঙ্গে মিলিয়ে গেছে। এর ওপর কোথাও একটি গাছ নেই, একটু আশ্রয়ও নেই। কিন্তু ঐ দূরে, মাটির সঙ্গে প্রায় মিশে এগিয়ে আসছে ওটা কি?

হচি সেই দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রায় মিনিট চারেক দাঁড়িয়ে রইল। এতক্ষণে সেটাকে চেনা যাচ্ছে - ঘোড়সওয়ার। একজন, না, দুজন? হচি আরও মিনিট দুই তাকিয়ে থাকতে থাকতে নিজের মনেই বলে উঠল—"শয়তান! দুজনে একঘোড়ায় উঠে আমার পিছু নিয়েছে? আচ্ছা—" বলে হচি তাড়াতাড়ি গ্রামের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

তাকে বিশেষ কষ্ট করতে হল না। এ পথ দিয়ে প্রত্যহ দূর পথের পথিকরা যাওয়া-আসা করে বলে গোটা দুই হোটেল ছিল। গ্রামের এ মুখে একটা, ও মুখে আর একটা। হচি একজন গ্রামবাসীর সাহায্য নিয়ে ওমুখের হোটেলে গিয়ে আশ্রয় নিলে।

সাধারণতঃ যারা ওদিক থেকে আসে, তারা ঐ হোটেলে ওঠে। যারা এদিক দিয়ে যায়, তারা আশ্রয় নেয় এই হোটেলে।

হচি খাবার সময় গ্রামবাসীটার কাছে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিলে, তার আগে দুজন চীনে ব্যবসায়ী ঘোড়ায় চড়ে এরাস্তা দিয়ে গেছে কিনা।

গ্রামবাসী বললে--"কত চীনে এপথে যাওয়া-আসা করছে তা বসে বসে কে গুণে দেখবে ?"

হচি বললে--"বাপু! আমিও ব্যাপারী। তারা আমার প্রায় তিন শ ডলার ধারে--"

"তি--ন- শ--?" বলে লোকটা হাঁ করে হচির মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

হচি বললে--"তোমায় আধ ডলার বক্‌শিস্ দেব—"

লোকটা আনন্দে ঢোক গিলে বললে—"হাঁ গেছে। একজন লম্বা, একজন তোমার মত বেঁটে। কিন্তু তারা ত

খুব ভাল লোক! একজন কেবল খুট খুট করে মালা জপছিল তার গায়ে আলখাল্লা, মুখে দাড়ি।"

"তবে ঠিকই হয়েছে, ঐ ওরাই। ওরা কোন্ হোটেলে কতক্ষণ ছিল বল্‌তে পার?"

"ওরা ঐ পিছনের হোটেলে ঘণ্টা খানেক ছিল।"

"তারপর কোন্ দিকে গেছে?"

"সমুদ্রের ধারে।"

হচি তাকে কথামত আধ ডলার বকশিষ দিয়েছিল।

তখন বেশ রোদ উঠেছিল। হচির জামা-কাপড় শুকিয়ে গেল; সে নিজেও এক পেট ভাত-তরকারী খেয়ে, একটু ঘুমিয়ে, ঘোড়াটাকে খাইয়ে আবার রওনা হল।

কিন্তু গ্রামের সীমানা তখনও ছাড়ায় নি, শুনতে পেল, পিছনে ঘোড়ার পায়ের শব্দ হচ্ছে। সে ফিরে দেখে, সেই চীনে দুজন, একটা ঘোড়ার পিঠে উঠে খুট খুট্ করে আস্‌ছে।

তারা হচিকে মুখ ফিরাতে দেখে বল্‌লে—"নমস্কার বন্ধু! আমরা দুজনেই এসেছি—"

হচিও ঘোড়ার পিঠে চাবুক মেরে বল্‌লে—"আমিও চললাম, সাক্ষাৎ। সেই পথের শেষে পৌঁছে দেখা হবে।"

হচির ঘোড়া ছুট্‌ল।

এবার পথের দুধারে বড় বড় গাছ, মাঝে মাঝে ঝোপ, জঙ্গল ও জলাশয়। রাস্তাটা কাঁচা। সেইজন্যে কাদা হয়ে আছে।

হচি নিজেকে নিরাপদে রাখবার ও তাড়াতাড়ি যাবার দিকে মনোযোগ না দিলে দেখতে পেত, গ্রামের সীমানা থেকেই আর একটা রাস্তা ডানধারে বেরিয়ে খানিকটা দক্ষিণে গিয়ে পূবে ঘুরেছে।

এপথও গেছে সমুদ্রের ধারে। এর সব জায়গায় কাদাও নেই। এটা দিয়ে গেলে দূরত্বটা কিছু কমই হয়। তবে এর একটা অসুবিধা এই যে এটা থেকে মাঝে মাঝে দুটি একটি রাস্তা বেরিয়ে এদিক-ওদিক চলে গেছে! তার ফলে নূতন পথিকের পথ ভুল হবার বিশেষ সম্ভাবনা। সমুদ্রের ধারে যেতে যেতে সে হয়ত রেল লাইনে গিয়ে উঠবে।

চীনে দুজন হচির কথার কোন উত্তর না দিয়ে সেই পথ ধরে চল্‌তে লাগল। কিন্তু তাদের একটা বিশেষ অসুবিধা হল এই যে, ঘোড়াটা দুজনের চাপে কিছু ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। সেইজন্যে আস্তে চল্‌তে লাগল।

হচি ততক্ষণে আধমাইল রাস্তা পার হয়ে গেছে।

৭

বেলা তখন প্রায় দুটো—

বুতেনবার্গের দিক থেকে মেল যাচ্ছে বাটাভিয়ায়। সেই মেলের একখানা গাড়ীর কামরার জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আছে হুটেন। সেও সারারাত ঘুমোয় নি ; পথশ্রমে তারও শরীর ক্লান্ত।

সে বেচারার এত পরিশ্রম সবই পণ্ড। সে বুতেন-বার্গে নেমেছে ভোরে। কিন্তু সারা প্ল্যাটফরমে কোথাও চীনে দুটোকে খুঁজে পায়নি। সে ভেবেছিল, হচিকেও অন্ততঃ দেখতে পাবে, সেও নেই! কোথায় গেল ?

হুটেন প্ল্যাটফরমের ওপর বেড়াতে বেড়াতে কথাগুলো মনে মনে আলোচনা করতে লাগল, কি হতে পারে ?

যেন মনে পড়ছে, সে হচির মত একজন লোককে ষ্টেশনের বাইরে বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে। সে লোকটা সত্যই কি হচি ? হচিই যদি হয়, তাহলে সে এখানে নামবে কেন ? আর যদিই নামে, তাহলে বাইরেই বা গিয়ে দাঁড়াবে কি কারণে ?

চীনেটা বা হচি যে বুতেনবার্গে নামে নি, এটা ঠিক। সে প্রায় প্রত্যেক ষ্টেশনেই নেমে দেখেছে ; ওদের কাউকেই দেখতে পায় নি। তবে তারা কোথায় গেল ?

এত অনির্দ্দিষ্টভাবে চলা হচ্ছে। এর ফলে সে তার লক্ষ্যে গিয়ে পেঁছিতে পারবে না।

এর চেয়ে বরং বাটাভিয়াতে গিয়ে লুং চাংকে আবার ধরা যাক্। সেই হতভাগাটার জন্যেই তাকে এতটা পথ বৃথা আসতে হল।

এখনও সময় আছে; এ ক'দিন প্রাণপণ চেষ্টা করলে সে চীনাটাকে নিশ্চয়ই ধরতে পারবে।

বুতেনবার্গে নামবার আধঘণ্টা পরেই বাটাভিয়ার মেল আসে। গাড়ীখানা চলে বেশ জোরে, বাটাভিয়া পৌঁছয় বেলা তিনটেয়। সে বাটাভিয়া পৌঁছে হোটেলে গিয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে সন্ধ্যার পর লুংচাং হতভাগাটাকে ধরবে।

গাড়ী ঠিক সময়ে বাটাভিয়া পৌছল। হুটেন ট্রেণ থেকে নেমে হোটেলে গিয়ে বিশ্রাম করে যখন লুংচাংয়ের খোঁজে বার হল তখন সন্ধ্যা।

হুটেনকে বেশী কষ্ট করতে হল না; লুংচাংয়ের আড্ডায় গিয়ে হুটেন দেখ্‌লে, লক্ষ্মীছাড়াটা নেশা করে একজনের সঙ্গে ভীষণ ঝগড়া বাধিয়ে দিয়েছে। কাল সে এক জায়গায় মারামারি করেছিল। কপালে ও মাথায় তার দাগ।

হুটেনকে দেখে বল্লে—"নমস্কার হুটেন সাহেব।"

হুটেন বল্লে—"বেরিয়ে এস!"

লুংচাং তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে শাসিয়ে গেল "তুই একটু থাক, আমি এসে তোর গলার নলী ছিঁড়ে ফেলব।"

সেও বল্লে—"তোরও নাড়িভুঁড়ি বার করে আজ এই আড্ডার দরজায় ঝুলিয়ে রাখ্‌ব; ফিরে আয়।"

"বেশ কথা।" বলে লুংচাং হুটেনের সঙ্গে বেরিয়ে গেল।

হুটেন বললে—"লুংচাং, তুমি ত খুব বাহাদুর হয়ে উঠেছ দেখ্‌ছি।"

"কেন সাহেব?"

"কাল স্রেফ মিথ্যে কথা বলে দিলে যে চীনেটা বুতেন-বার্গে গেছে"—

"কি বল্‌ছেন হুজুর? আমার কথা যদি ভুল হয় তাহলে এই হাতখানা কেটে ফেলব।"

"তেমন সুবুদ্ধি যদি তোমার হয়, তাহলে অনেক লোক শান্তিতে বাস করতে পারবে। আমি কাল তোমার কথা শুনে বুতেনবারগ অবধি গিয়েছিলাম।"

"তাতে কি হবে হুজুর? সে ত আরও কোথায়ও নেমে যেতে পারে? ও ঠিক মাঝখানে কোথাও নেমে সরে পড়েছে।"

"তাহলে ত দেখতে পেতাম ?"

"সে কি সাজ পরেছিল, আপনি কি করে জানবেন ?"

হুটেন চুপ করে ভাবতে লাগল।

লুংচাং আবার বললে—"লুংচাং মিছে খবর দেয় না হুজুর। খোঁজ করুন, দেখবেন সে মাঝ পথেই কোথায়ও নেমে সরে পড়েছে। আমার কি দোষ?" সে আবার আড্ডার ভেতর ঢুকে গেল।

হুটেনও আর সেখানে দাঁড়াল না, সে বণিকমশায়ের বাড়ীর দিকে চলতে লাগল।

সন্ধ্যার পর বণিকমশায় কারো সঙ্গে দেখা করেন না। হুটেন যখন তাঁর বাড়ী গিয়ে পৌঁছল তখন একটু রাত হয়েছে। সেই কর্ম্মচারিটি হুটেনকে খুব আদর করে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—"কতদূর এগোলেন মশায় ?

হুটেন বললে—"বুতেনবার্গ অবধি এগিয়ে আবার বাটাভিয়া ফিরে এলাম।"

"তা ত আসবেনই—"

"কেন বলুন ত ?" হুটেনের মনে একটু সন্দেহ হল। এর ভেতর হয়ত এমন একটা ব্যাপার আছে, যা এ জানে।

কর্ম্মচারিটি বললে—"আমাদের—শাখা অফিস থেকে

কিছুক্ষণ আগে খবর পেয়েছি, শয়তানটা সেখানে নেমে সমুদ্রের দিকে চলে গেছে। তারা দুজন —"

হুটেন উত্তেজনায় চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠল; বললে—"তবে আমি কতকটা ঠিকই অনুমান করেছি। হচিকেও—"

"কে হচি?"

"কেউ নয়। আচ্ছা, নমস্কার মশায়, ধন্যবাদ।" বলেই হুটেন তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল। হাত ঘড়িতে দেখ্‌লে, কালকে যে গাড়ীতে বুতেনবার্গে গিয়েছিল, সেখানা ধরবার এখনও ঘণ্টা দুই সময় আছে!

সে হোটেলে ছুটল। এবার আর ফাঁকি নয়; শয়তানটা আর যায় কোথা?

হুটেন খুব তাড়াতাড়ি চলেছে। তার সামনে একখানা ফিটন আস্‌ছিল; তাতে একজন ওলন্দাজ বসে আছে। ফিটনখানা হুটেনের পাশে আস্‌তেই হঠাৎ কে যেন ডাক্‌লে—"হুটেন, হুটেন হে?"

হুটেন ঘাড় ফিরিয়ে দেখে, তার এক বন্ধু ফিটনে বসে ঝুঁকে তাকে দেখ্‌ছে ও তার নাম ধরে ডাকছে। হুটেন ফিরে দাঁড়ালো; ফিটনখানিও থামলো।

বন্ধু গাড়ী থেকে নামতেই হুটেনও এগিয়ে গেল।

বন্ধু বললে—"কেমন আছ? একেবারে দেখাই নেই যে। শরীরটা খারাপ দেখছি—"

"তুমি ভাল আছ ত? আমার শরীরটা বিশেষ খারাপ নয়—"

"চল, দিন কয়েক সমুদ্রে বেড়িয়ে আসা যাক। শুনছি কিছুকাল থেকে ক্রাকাটোয়া দ্বীপের আগ্নেয় গিরির মধ্য থেকে ভয়ানক শব্দ হচ্ছে। দ্বীপটা আর আগুনের পাহাড়টা দেখে আসা যাবে কি বল?"

"আমার একটু কাজ আছে—গ্রামের দিকে"—

"বেশ কথা। আমি ত ঐ দিকেই যাব। কাল দুপুরে রওনা হওয়া যাবে কি বল?"

লুটেন কথাগুলো মনে মনে একটু আলোচনা করে বললে—"বেশ"—

দুই বন্ধুতে বিদায় নিয় চলে গেল।

লুটেনের বন্ধুর নাম ভ্যান ডাইক। সে খুব ধনী। সমুদ্রে বেড়াবার জন্যে তার একখানা ছোট জাহাজ আছে; নাম তার হল্যাণ্ড।

হল্যাণ্ড অবশ্য পালের জোরে চলে। ও অঞ্চলের সমুদ্রতীরে ও আশপাশের দ্বীপে হল্যাণ্ড খুব বিখ্যাত। হল্যাণ্ডের বেগও মন্দ নয়।

পরদিন দুপুরে তারা ভ্যাক্সনপ্রিয়কের বন্দর থেকে রওনা হল।

হুটেন এখানে কথায় বন্ধুর কাছে নিজের কাজের কথাটা প্রকাশ করলে। শুনেই বন্ধু বললে—"আমি একটা উত্তেজনা খুঁজছিলাম। জীবনটা নিতান্ত একঘেয়ে হয়ে উঠেছে। এ মন্দ হবে না। সমুদ্রের চারধারে সেই শয়তানটার সন্ধানে ঘুরে বেড়ানো। কি কম উত্তেজনা? দেখা হলেই পিছনে ধাওয়া করব। কি বল?"

হুটেন পাইপ টানতে টানতে বললে—"দেখা পাওয়াই যে কঠিন"।

"কিছু কঠিন নয়। দেখা না পেলেও তার দেখা পেতেই হবে।—গ্রাম এখান থেকে মাত্র দুঘণ্টার পথ। বেশ হাওয়া আছে। আমি সব কখানা পাল তুলে দিতে বলছি—"বলে সে মাল্লাদের কর্তাকে ডেকে আভাসে সব কথা বুঝিয়ে বললে।

কর্তা বললে—"আমরাও একটা কাজের মত কাজ পেলুম।"

হল্যাণ্ড সমুদ্রের ঢেউ কেটে হেলে-দুলে—গ্রামের দিকে চলতে লাগল।

মাঝে মাঝে দেশী নৌকা দেখা যায়। সকলে

তার ওপর চোখ রাখে। একটু সন্দেহজনক বোধ হলেই হল্যাণ্ড একেবারে তার পাশে গিয়ে পড়ে।

হল্যাণ্ড কিছুদূর গেলে ভ্যান ডাইক বললে—"হুটেন, আকাশে এ রকম মেঘ করেছে কেন ?"

হুটেনও বিস্মিত হল—"এর মানে কি ? দিনের আলো ম্লান ; মেঘের রং কটা !"

মল্লাদের কর্ত্তা বললে—"এ মেঘখানা ত দেখছি ক্রাকাটেয়ার দিকে থেকে উড়ে আসছে। যদি মেঘই হয় তাহলে ব্যারো-মিটারে তার কোন রকম ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে না কেন ?"

তারা সকলে খুব আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে ক্রাকোটোয়া দ্বীপের দিকে তাকিয়ে রইল।

প্রায় সন্ধ্যার সময় মাল্লাদের কর্ত্তা বললে—"নিশ্চয়ই ভূমিকম্প হচ্ছে ; না হলে তেমন প্রবল বাতাস নেই অথচ সমুদ্রে এমন ঢেউ ?"

ঢেউগুলো যেন এক একটা কালো পাহাড়।

কিন্তু খুব বেশীক্ষণ সমুদ্রের এ অবস্থা থাকল না ; সন্ধ্যার অন্ধকার শীঘ্রই নেমে এল। দূরে ডান ধারে একটা আলো দেখা যাচ্ছে।

হুটেন ও ডাইক তখন অন্ধকারে ডেকের ওপর ডেক-

চেয়ারে বসে পাইপ টানছে। তারা দুজনেই আলোটার দিকে তাকিয়ে আছে, কিসের আলো ওটা ?

মাল্লাদের কর্ত্তা তাদের পিছনে দাঁড়িয়েছিল ; বললে—

"ঐ—গ্রামের আলো দেখা যায়। আমরা এসে পড়েছি।"

হুটেন বললে—"এই সময়ে তীরে নেমে লাভ কি ? সম্মুখেই রাতের অন্ধকার।"

ডাইক বললে—"আজ এইখানেই নোঙর ফেলা যাক ; কাল ভোরে উঠে—"

হুটেন তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন—"তীরে নামা যাবে।"

তারপরই ঘড ঘড় শব্দে নোঙর ফেলা হল ও পাল নামানো হতে লাগলো।

৮

ওদিকে সকালে হোটেল থেকে রওনা হয়ে হচি খুব তাড়াতাড়ি ঘোড়ায় চলেছে—

তার ভয় হচ্ছে আবার হয়ত পিছনের শয়তান দুটো কোন এক সুযোগে তার সঙ্গে মারামারি বাধিয়ে তার দেরী করে দেবে। কিন্তু সামনে কোথায়ও তেমন ঘন বন আছে কি ?

এত দেখা যাচ্ছে, চারধারে কেবল আখের ক্ষেত। যতদূর দেখা যায় কেবলি আখ গাছ—আখের এত চাষ পৃথিবীর খুব কম দেশেই হয়। এখন আখগুলো ছোট।

হচি মাঝে মাঝে পিছন ফিরে দেখে, চীনে দুটো আসছে কিনা। না, পথ পরিষ্কার ; কেউ নেই। যাদের সে খুঁজছে, তারা তখন অন্য রাস্তা ধরে চলছে—একজন হেঁটে, একজন ঘোড়ায়।

আখ ক্ষেত শেষ হতেই দুপাশে পড়ল ছোট ছোট গাছ-গাছড়ার ঘন জঙ্গল! তার মাঝে মাঝে দুটি একটি বড় গাছ। পথ খুব নির্জ্জন ; মাঝে মাঝে প্রখর রোদে স্পষ্ট হচ্ছে : মাঝে মাঝে মেঘের ছায়ায় ম্লান হয়ে যাচ্ছে।

জঙ্গলটার মাঝে বরাবর গিয়ে হচি দেখলে, সামনে একটা গরুর গাড়ী আসছে, তারপরেই জন কয়েক ঘোড়-সওয়ার।

সে আন্দাজে হিসেব করে দেখলে, এতক্ষণে সে অন্ততঃ দশ মাইল রাস্তা পার হয়ে এসেছে। এখান থেকে সমুদ্রতীর,—গ্রাম আর কতদূর ?

ঘোড়সওয়াররা তার কাছে আসতেই সে একজনকে জাপানী ভাষায় বল্লে—"নমস্কার মশায়!—গ্রাম কতদূর বলবেন কি ?"

লোকটার চেহারা জাপানীর মত হলেও মনে হচ্ছে, যেন আরও কোন দেশের লোকের সঙ্গে ওর মিল আছে। জাপানীদের চোখ কি এত ছোট? নাক কি এমন চাপা? রং কি এমন হল্‌দে? লোকটা অবশ্য আকারে বেঁটে।

সেও হচিকে কিছু বিস্ময়ের সঙ্গে দেখতে দেখতে বল্‌লে —"মাইল কুড়ি। আপনি কোথা থেকে আস্‌ছেন?"

হচি কিন্তু দাঁড়াল না; সে লোকটার পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে খুব কৌশলের সঙ্গে তার ঘোড়াটার পিছনে চাবুক মারলে। ঘোড়াটাও সঙ্গে সঙ্গে দিলে ছুট। হচির মনে পড়েছে, লোকটা কে।

সেই ট্রেণে যে চীনেটাকে সে ভাবের সঙ্গে গান গাইতে দেখেছিল, এই লোকটা সে ছাড়া আর কেউ নয়।

কিন্তু ও ফিরে যাচ্ছে কেন? সেই চীনে শয়তানটাকে নৌকোয় নিরাপদে তুলে দিয়ে চলেছে?

হচির ঘোড়াও তখন ছুটছে। সে একবার ফিরে দেখ্‌লে।

ঐ যে হতভাগাটা আসছে।

হচি তার ঘোড়াটাকে উত্তেজিত করে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুট্‌তে লাগল। পিছনের সেও ছুট্‌ছে। আর যারা ছিল, তারা ত অবাক।

হচি চলেছে, সেও আসছে। দুজনের ঘোড়াই সমান তেজী। প্রায় মাইল দুই পার হবার পর, হচি শুন্‌লে, পিছনে পর পর তিনটি গুলির আওয়াজ হ'ল।

হতভাগাটা তাকে গুলি করছে? সে ঘোড়ার ওপর উপুড় হয়ে পড়ল। অবশ্য তখন সে রকম কিছু করবার দরকার বিশেষ কিছু ছিল না। কেননা তাদের দুজনের মধ্যে ব্যবধান তখন অনেক। তার ওপর শেষ গুলীটা ছুঁড়বার সঙ্গে সঙ্গেই হচি পথের বাঁকে ঘুরে গেছে।

এই সময়ে হচির মনে হল, হতভাগাটাকে জব্দ করা যাক্। ওকে এই জঙ্গলের মধ্যে হাত-পা বেঁধে ফেলে রেখে যেতে হবে।

জঙ্গলের গাছপালা ছোট হলেও এত-ছোট ছিল না যে তায় আড়ালে একজন ঘোড়সওয়ার স্বচ্ছন্দে লুকোতে না পারে। সে সেইখানে ঘোড়া থেকে নেমে ঝোপের মধ্যে ঢুকে গেল। তারপর ঘোড়াটাকে একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে পথের ধারে একটা ঝোপের মধ্যে রিভলভার হাতে বসে রইল।

ঐ যে ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। এল—এল—এল বলে। তারপর মিনিট খানেক কাট্‌তে না কাট্‌তে শয়তানটা ঘোড়া ছুটিয়ে সেখানে এসে পড়ল।

কিন্তু দু'চার পা'ও যেতে পারল না ; হচির রিভলভারের গুলীতে ঘোড়াটা মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। সেই সঙ্গে তার সওয়ারও হাত কয়েক দূরে গিয়ে পড়ল।

হচির চেহারা তখন ঠিক বাঘের মত। সেও ঝোপ থেকে একলাফে বেরিয়ে শয়তানটার ঘাড়ের ওপর পড়ে তার পিস্তলটা কেড়ে নিয়ে হাত কয়েক দূরে ফেলে দিয়েই তার বুকের ওপর উঠে বস্‌লো।

সে লোকটাও কম ওস্তাদ নয়। হচির কবল থেকে নিষ্কৃতি পাবার নানা চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু বাঘের সঙ্গে লড়াই করে জয়লাভ করা বড কঠিন।

হচি বল্‌লে—"বৃথা চেষ্টা। ঠিক করে বল তুমি কে ?"

"সামান্য একজন পথিক।"

"আমি তোমার কি ক্ষতি করেছিলাম যে আমার পিছনে ধাওয়া করেছ ? আমাকে গুলী করে মারতেই বা তুমি চেষ্টা করেছিলে কেন ?"

"সত্যি বলছি মশায়, আপনাকে মারবার ইচ্ছে আমার ছিল না, আপনার পিছনেও আমি ধাওয়া করি নি---"

"তবে অমন করে ছুটছিলে যে ?"

"আপনার সঙ্গে তখন কথা বল্‌তে বল্‌তে আমি পকেটে হাত দিয়ে দেখি, আমার টাকার থলিটা নেই। তাতে আমার যথাসর্ব্বস্ব রয়েছে। ভাবলাম হয়ত এই পথেই কোথাও পড়ে আছে। তাই কেউ সেটা কুড়িয়ে নেবার আগে উদ্ধার করা দরকার, বলে, অমনভাবে ছুটছিলাম। আপনি ছিলেন আমার আগে আগে। আপনি যাতে সেটা কুড়িয়ে নিয়ে চলে না যান, তারই জন্য আমার জিদ বেড়ে গিয়েছিল। এটা কি আমি অন্যায় করেছি? এখন দেখছি, আমাব ভুল হয়েছে। আপনি খুব ভাল লোক। থলিটা নিতেন ত না-ই, নিলেও ফিরিয়ে দিতেন। আমি গরীব মানুষ, দয়া করে ছেড়ে দিন—"

"গুলি করেছিলে কেন?"

লোকটা হচির কথা শুনে পরম বিস্মিত হয়ে গেল। বললে—"কি বল্‌ছেন আপনি? আপনাকে গুলী করব? আমি কি ডাকাত, না, খুনে বদ্‌মায়েস?"

হচি তখনও তার বুকের ওপর বসে আছে। বল্‌লে—"মিছে কথা? গুলী কর নি?"

"করিনি, তা ত বল্‌ছি না। করেছি, কিন্তু আপনাকে নয়। এ বনে অনেক ঘুঘু। আমি ঘুঘুর মাংস বড় ভালবাসি। পথের ধারে একযোড়া ঘুঘু বসেছিল তাদেরই

ঠিক করে বল তুমি কে?

গুলী করেছিলাম —ছেড়ে দিন, হুজুর, ছেড়ে দিন। আমার ঘরে সাতটা ছেলে, ছটা মেয়ে। আমি মরে গেলে তারা- ” বলতে বলতে লোকটা কেঁদে ফেললে।

হচি বললে—“তারা বোধ হয় এখন তোমার জন্যে রাস্তায় রাস্তায় কেঁদে বেড়াচ্ছে? দেখি, তাদের জন্যে কি নিয়ে যাচ্ছ— ?” বলে লোকটার পকেটে হাত দিয়ে দেখলে, তুলোর মত নরম যেন কি। বার করে দেখে এক জোড়া গোঁফ। বললে--“ছেলে মেয়েদের জন্যে বুঝি এক জোড়া গোঁফ নিয়ে যাচ্ছ? ও পকেটে কি আছে, দাড়ী ?”

কিন্তু সে পকেটে দাড়ি ছিল না, ছিল একতাড়া নোট, আর একতাল রেশমী সূতো।

হচি বললে —“এই নোট আর সূতো দিয়ে বুঝি তারা ঘুড়ি ওড়াবে ?”

হচি কথা বলতে বলতে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। সে হঠাৎ দেখলে শয়তানটা তার চাবুক দিয়ে পিস্তলটাকে টেনে আনবার চেষ্টা করছে, আর কাঁদছে।

হচি এক ঝাঁকানীতে তার হাতখানা সরিয়ে দিয়ে বললে—“মাত্র দুমিনিট সময় দিচ্ছি। যদি ঠিক কথা না বল, তাহলে তোমার এই রেশমী সূতোয় তোমারই হাত পা

বেঁধে, ঘোড়ার লাগাম দিয়ে তোমাকে ঐ রবার গাছের ডালে ঝুলিয়ে রেখে যাব। ঐ সঙ্গে গায়ে একরাশ কাঠ পিঁপড়ে ছেড়ে—”

শয়তানটা হচির কথার উত্তরে কি যেন বিড় বিড় করে বললে।

হচি জিজ্ঞাসা করলে—“তুমি কে ?”

সে বললে—“হুজুর, আপনি কে ?”

হচি বললে—“একটা কথার উত্তর দিলে না। দ্বিতীয় প্রশ্ন, আমার পিছনে ধাওয়া করেছিলে কেন ?”

“হুজুর, আমাদের পিছনে আপনি ধাওয়া করেছেন কেন ?”

“ওঃ! বুঝেছি। সে খোঁড়া শয়তানটা কোথায় ?”

“হুজুর, ঠিক কথা বললেও ত বিশ্বাস করবেন না।”

“বল।”

“হুজুর, সে আজ সকালে সুমাত্রার দিকে রওনা হয়েছে—”

“সুমাত্রার দিকে, কোথায় ?”

“হুজুর আর বলতে পারব না—”

“দেখ, দুমিনিট প্রায় শেষ হয়ে এল—” বলতে

বলতে হচি তার হাত দুটো বাঁধতে স্থরু করে দিলে। তার-পর বললে—"এখনও বল, কোথায় ?"

"ক্রাকাটোয়া দ্বীপে—"

"ঠিক ?"

"ঠিক।"

"ঠিক ?"

"আমার কথা ঠিক না হলে আবার এসে আমায় বাঁধবেন।"

"তুমি লক্ষ্মী ছেলের মত ততদিন আমার জন্যে এই পথের ধারে বসে থাকবে ত ?"

লোকটা একটু হাসলে ; তারপর বললে—"সে কথা ছেড়ে দিন্। সে ঐ ক্রাকাটোয়া দ্বীপেই গেছে—"

"কতদিন ওখানে থাক্‌বে ?"

"একদিন—কাল সকালে চলে যাবে—"

"দ্বীপের কোন দিকে সে আছে ?"

"দক্ষিণ দিকে—"

"যেদিকেই হোক্ তাকে খুঁজে বার করব। ওখান থেকে সে কোথায় যাবে ?"

"আমায় বলে নি—"

"ঠিক ?"

"ঠিক।"

"আচ্ছা" বল্‌তে বল্‌তে হচি তার হাত দুখানা শক্ত করে বেঁধে পাদুখানা বাঁধতে স্বরু করলে।

সে বল্‌লে—"মশায়, এমনত কথা ছিল না—"

"সেই জন্যেই ত কেবল বাঁধছি। কথা মত তোমাকে গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখব না। এ বিষয়ে তুমি নিশ্চন্ত থাক্‌" হচি লোকটার পা দুখানাও শক্ত করে বেঁধে তাকে ঝোপের মধ্যে শুইয়ে রাখলে।

তারপর বল্‌লে—"তোমার গোঁফ জোড়া, নোটের তাড়া বা আর কোন জিনিষই নেব না; এমন কি, পিস্তলটাও না। তবে ওটা যাতে তুমি সহজে না পাও তার ব্যবস্থা করে যাচ্ছি"—বলে হচি ঝোপ থেকে বেরিয়ে পিস্তলটা তুলে নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিলে।

সেখান থেকে কিছু দূরে, তার ঘোড়াটা বাঁধা ছিল। ঘোড়ায় উঠে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে চীৎকার করে বল্‌লে—"চল্লাম হে,—"

সৌভাগ্যবশতঃ পথে তাকে আর কোন বিপদে পড়তে হ'ল না। সে যখন—গ্রামে গিয়ে পৌঁছল, তখন বেলা প্রায় পড়ে এসেছে; ভ্যান ডাইকের সঙ্গে হুটেন তখনও হল্যাণ্ডে চড়ে গ্রামের দিকে আসছে।

৯

সমুদ্র তীরে ছোট একখানি গ্রাম। কিন্তু এখানে নারকেল গাছ আছে অনেক। কেবল এ গ্রামে কেন এই অঞ্চলটাইেই নারকেল গাছ বেশী। দূর থেকে বা সমুদ্রের মধ্য থেকে দৃশ্যটি বড় চমৎকার!

যাই হোক, হচি ত গ্রামে উপস্থিত। তাকে বেশী কষ্ট করতে হল না, বণিকমশায়ের অফিস এদিকে সকলেই চেনে। তাঁর নানা রকম জিনিষের কারবার। সেই জন্যে নানা রকম লোক অফিসে যাতায়াত করে।

একজন হচিকে নিয়ে বণিকমশায়ের অফিসে উপস্থিত হল।

হচি অফিসের কর্ত্তাকে আড়ালে ডেকে বল্‌লে—"মশায়, আপনার মনিবেরই কাজ। আমাকে সাহায্য করতে হবে।"

কর্ত্তাটি বুড়ো মানুষ; ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করলে—"কি করে বুঝব যে আপনি আমার মনিবের কাজে এসেছেন?"

হচি তার পকেট থেকে খৎখানা বার করে বুড়োকে দেখালে। তবুও বুড়ো বলে—"কিন্তু এ খতের মালিক যে ঠিক আপনি, তার প্রমাণ?"

হচি বল্‌লে—"যদি নাও হই, তাতেই বা ক্ষতি কি!

কাজ ত অপনার মনিবেরই করছি। আমার সময় অল্প। আমাকে যদি সাহায্য করতে হয় করুন; না করেন, আপনার মনিবকে সব কথা জানাব।"

বুড়ো বললে "রাগ করবেন না, মশায়। সব দিক না দেখে কাজ করলে বিপদে পড়তে হয়। আপনি যখন খৎ দেখালেন তখন আর অবিশ্বাস করতে পারি না। কি করতে হবে বলুন?"

"আমি এখনই ক্রাকাটোয়া দ্বীপে যেতে চাই।"

"ক্রাকাটোয়া দ্বীপে?" বলতে বলতে কর্ত্তার মুখে-চোখে ভয় ও বিস্ময় ফুটে উঠ্‌ল।

হচি জিজ্ঞাসা করলে—"কেন বলুন ত?"

"কিছু দিন থেকে ওর আগুনের পাহাড়টার ভিতরে যে শয়তানটা আছে, সেটা গর্জ্জন করতে সুরু করেছে; পেটের ভেতর দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। যদি বেরিয়ে আসে?"

কর্ত্তার কথা শেষ হতে না হতে মাটি হঠাৎ কেঁপে উঠল।

বুড়ো বললে—"এই দেখুন—।" বলেই ভগবানের নাম জপ্‌তে আরম্ভ করলে।

হচি যেখানে বসেছিল, সেখান থেকে সমুদ্র দেখা যায়। সে দেখলে, সমুদ্র যেন ফুলে উঠেছে।

বুড়ো বল্‌লেন—"চলুন, বাইরে, চলুন"—

হচি বুড়োর সঙ্গে তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে এল। কিন্তু কম্পন বেশীক্ষণ স্থায়ী হল না ; পৃথিবী আবার স্থির হল। বুড়ো বল্‌লে—"শয়তানটার গর্জ্জন বহু ক্রোশ দূর থেকেও শোনা যায়। আমি মাসখানেক আগে আমাদের সরকারী কাজে ঐ দ্বীপে একদিন গিয়েছিলাম। রেলের ইঞ্জিন যেমন ঘপ্‌ ঘপ্‌ শব্দে ধোঁয়া ছাড়ে, দেখ্‌লাম, পাহাড়টাও তেমনি পেটের ভেতর থেকে ঝলকে ঝলকে ধূলোর রাশি ছাড়ছে—কি ভয়ঙ্কর তার শব্দ!

সে ধূলোর রাশি কিন্তু কোথায়ও উড়ে যাচ্ছে না, পাহাড়টারই মাথার ওপর আকাশে কটা রংয়ের মেঘের মত স্থির হয়ে আছে।"

হচি বল্‌লে—"কিন্তু আমাকে ত যেতেই হবে। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি ওকে ধরবই"—

বুড়ো হেসে বল্‌লে—"আপনি ছেলে মানুষ তাই ও কথা বল্‌ছেন। আপনাদের দেশের কথাই ভেবে দেখুন। ফুজিয়ামা এক এক সময় কি ভয়ঙ্কর সর্ব্বনাশ বাধায়। তাতে কত লোক মারা যায়, বাড়ীঘর, রাস্তাঘাট ধ্বংস হয়ে যায়। সমুদ্রও ওর সঙ্গে যোগ দিয়ে তীরের নগর-গ্রাম, কূলের নৌকো, জাহাজ সব ভাসিয়ে নিয়ে যায়—"

হুচি জিজ্ঞাসা করলে--"আপনি ফিরে আসবার পর ক্রাকাটোয়ার আগুনের পাহাড়ে আর কিছু ঘটেছে কি ?"

কর্ত্তা বল্লে -"কিছুদিন আগে আমাদের লোক ওখানে গিয়েছিল। সে এসে বললে, সারা দ্বীপের আকাশ ধুলোয় ছেয়ে গেছে। দেখ্লে মনে হয় গাঢ় মেঘ। সেই জন্যে দুপুরেও চারধার অন্ধকার ; এত অন্ধকার যে ঠিক রাতের মত ঠেকে।

সূর্য্যগ্রহণে পূর্ণ গ্রাস হলে যেমন দিনের বেলা অন্ধকার হয়ে যায়, আকাশে তারা ফুটে ওঠে, এখানে তেমনি অন্ধকার হয়েছে, কেবল তারা দেখা যাচ্ছে না।"

হুচি চিন্তিত হয়ে পড়ল। ব্যাপার যেমন দাঁড়িয়েছে তাতে ক্রাকাটোয়া দ্বীপে যাওয়া সত্যই বড় বিপজ্জনক। আবার, না গেলেও যার জন্যে সে এত কষ্ট করছে, সব পণ্ড !

সে সমুদ্রের ধারে পায়চারী করে বেড়াতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে বললে -"ভেবে দেখলাম, আমাকে যেতেই হবে।" বলতে বলতে সে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখ্লে।

কর্ত্তাও তখন তাকাচ্ছিল ; বললে—"ঐ দেখুন, সারা আকাশ মেঘে ঢেকে যাচ্ছে। কিন্তু এ বাষ্প-মেঘ, না, সেই

ধূলোর রাশি ? আজ এত শীঘ্র সন্ধ্যা হল ? এখনি হয়ত ঝড় উঠবে ; সমুদ্র মহা কলরবে তাণ্ডব নাচ নাচতে থাক্‌বে, এর মাঝে সমুদ্র পাড়ি জমাবে কে ?”

হচি বললে— “তবে উপায় ! কাল ত সে চলে যাবে—”

“নাও যেতে পারে। আমি ত বলি, এই বিপদ মাথায় করে আপনার যাওয়া উচিত নয়। তা ছাড়া, মাল্লারা এর মধ্যে যেতেও চাইবে না। আপনি তাদের হাজার ডলার দিতে চাইলেও তারা যাবে না। এ অবস্থায় রাত-খানা এখানেই থাকুন ; কাল ভোরে আমি আপনার যাবার সব ব্যবস্থা করে দেব—”

হচি নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে বুড়োর কথায় রাজী হয়ে সামনের দিকে তাকাতেই দেখ্‌লে, যে দুজন চীনের সঙ্গে বনের মধ্যে তার দ্বন্দ্ব যুদ্ধ হয়েছিল, তাদেরি একজন ঘোড়ায় চড়ে সমুদ্রের ধার দিয়ে চলেছে।

সেও হচির দিকে একবার তাকাল। কিন্তু হচি তাতে বিচলিত হল না।

১০

সেদিন রবিবার ; তারিখ ২৬শে অগাষ্ট—

সন্ধ্যা উত্তরে রাত হল। সেই সঙ্গে আকাশের সেই মেঘভার আরও গাঢ় হতে লাগল। সমুদ্রের ঢেউগুলো

আবার ফুলে উঠছে ; এক একটা ঢেউ পাহাড় সমান উঁচু। সমুদ্রের একটা চাপা ক্রুদ্ধ গর্জনও সেই সঙ্গে শোনা যাচ্ছে।

চারধারে ঘন অন্ধকার ; আকাশে একটিও তারা নেই। বাতাস স্থির ; গরমও খুব। এমন গরম যে এক এক সময় দম বন্ধ হয়ে আসে।

হচির মনে কেমন একটা আতঙ্ক দেখা দিল। সে ভূমিকম্পের দেশের লোক ; ফুজিয়ামার শক্তির বিষয় তার জানা আছে। ক্রাকাটোয়া দ্বীপের আগুনের পাহাড়েও কি সর্ব্বনাশা আগুন জ্বলে উঠেছে ?

ঐ যে অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশ মাঝে মাঝে ম্লান আলোয় সহসা আলোকিত হয়ে উঠছে। আলোর রং সব সময় এক রকম থাকছে না—কখনও নীলাভ, কখনও সাদা, কখনও হয়ে উঠছে লাল।

ঐ সঙ্গে ভয়ঙ্কর গম্ভীর শব্দ শোনা যাচ্ছে ; মনে হচ্ছে, এক সঙ্গে শত শত কামান দাগা হচ্ছে। কানে তালা ধরে গেল।

হচি ছুটতে ছুটতে অফিস ঘরের ভেতর এল। চীৎকার করে বল্‌লে—"সকলে এই সময় পালাও—পালাও—ঐ দেখ ভূমিকম্প সুরু হয়েছে"—বল্‌তে বল্‌তে সে ছুটে বেরিয়ে এল।

সমুদ্র তখন তীর থেকে আরও সরে গেছে। জলের পাহাড় আরও উঁচু হয়ে উঠেছে; তার মাথায় আকাশ ঠেকেছে। ঐ যে আগুনের পাহাড়ের ক্ষণিকের আলোয় পাহাড়ের চূড়া চক্‌চক্ করে উঠ্‌ল।

যারা খুব বড় বড় পাহাড় দেখেছে, তারা এই জলের পাহাড়ের বিষয় কিছু ধারণা করতে পারবে। এ যেন দশ হাজার ফুট, উঁচু, সাত আট মাইল লম্বা মিশকালো একটা পাহাড় সমুদ্রের মাঝখানে উঠে দাঁড়িয়ে গর্জ্জন করছে। তার পায়ের তলায় গভীর গহ্বর।

সকলেই তৎক্ষণে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। সেই জলের পাহাড় কখন যে ছুটে আসে, কতদূর যে ছুটে যায় ঠিক কি? পালাও—সকলে পালাও! গ্রামশুদ্ধ লোক—ছেলে মেয়ে, বুড়ো—গরু, বাছুর, ছাগল প্রভৃতি এবং তাড়াতাড়িতে যেটুকু সম্পত্তি পারলে নিয়ে ছুটে পালাতে লাগল।

পৃথিবী তখন থর থর করে কাঁপছে। দূর থেকে ঘন ঘন গম্ভীর আওয়াজ শোনা যাচ্ছে; থেকে থেকে আকাশ ফিকে হলদে আলোয় আলোকিত হয়ে উঠ্‌ছে। চারধারে করুণ চীৎকার—পালাও—পালাও।

হচি তার ঘোড়ায় উঠে এক দরিদ্রা গ্রাম-বাসিনীর দুটি রুগ্ন ছেলে মেয়েকে তুলে নিয়ে ডাঙা দিয়ে ছুটতে লাগল।

হরি দুটি মেয়েছেলেকে ঘোড়ায় তুলে নিয়ে ছুটতে লাগল।

ছেলে-মেয়ে দুটির মাও ছুটেছে। কিন্তু সেই অন্ধকারে, কম্পিত ভূমির ওপর কে কত জোরে যাবে? তার ওপর তাদের আর এক বাধা—বাড়ী, ঘর, সম্পত্তি। বহুদিনের, বহু পরিশ্রমের ও বহু সাধের এসব কে ফেলে পালাতে পারে!

ওদিক ডুটেনদের জাহাজেও তখন ভয়নক ব্যস্ততা। তারা কূল থেকে দূরে সরে যাবার চেষ্টা করছে; কিন্তু তেমন জোর বাতাস নেই। সেই দীব বাতাসেই পাল তুলে দিয়ে চলাও ধীরে চলেছে।

সেখান থেকে, ক্রাকাটোয়ার আগুনের পাহাড়ের অগ্নিকাণ্ড দূরবীণ দিয়ে ডাইক ও ডুটেন দেখতে লাগল।

সমুদ্রের অবস্থা দেখে তাদেরও ভয় হচ্ছে। চারদিকে সুবিশাল ঢেউ ও অন্ধকার

তাদের মনে হল, আগুনের পাহাড়টার কটাহ থেকে গরম ছাই, জ্বলন্ত পাথর ভীষণ শব্দে আকাশে উঠে চার-ধারে ছড়িয়ে পড়ছে। এই সঙ্গে মাঝে মাঝে গরম জলও সবেগে বেরিয়ে বৃষ্টিধারার মত ঝরছে।

ক্রাকাটোয়ার ওপারে জাভা, এপারে সুমাত্রা। না জানি এখন ক্রাকাটোয়ার বাসীন্দাদেরই বা অবস্থা কি।

হঠাৎ জাভা ও সুমাত্রার এই অঞ্চলের সমুদ্রোপ-কূলের লোকেরা শুনতে পেল, সমুদ্রে ভয়ঙ্কর গর্জ্জন উঠল,

সেই সঙ্গে সেই বিশাল জলের পাহাড় উভয় দেশেরই ডাঙ্গার দিকে চল্‌তে সুরু করে দিলে। কে তখন তার গতিরোধ করে ?

প্রথমে আস্তে; তারপর জোরে, তারপর নক্ষত্র বেগে ছুট্‌তে ছুট্‌তে মহাশব্দে কূলে কূলে আছড়ে পড়ে জলের পাহাড়টা ডাঙ্গার ওপর দিয়ে বহুদূর অবধি ছুটে গেল। সেই প্রচণ্ড ধাক্কায় বাড়ীঘর ভেঙে, ক্ষেত-প্রান্তর ভাসিয়ে, গাছপালা উপড়ে, মানুষ ও পশু যাকে সামনে পেলে শ্বাসরোধ করে মেরে ঢেউটা একটানে সমুদ্রের মধ্যে নিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ আগে যেখানে ছিল, সমৃদ্ধ গ্রাম, সুন্দর শস্য-প্রান্তর সেখানে হল এক মহাশ্মশান।

যারা পালাতে পারলে তারা বেঁচে গেল ; যারা পারলে না বা ভিটে ও সম্পত্তির মায়া ছাড়লে না, তারাই নিশ্চিহ্ন হয়ে সমুদ্রের অথৈ জলে মিলিয়ে গেল।

হচি তখন সেখান থেকে অনেক দূরে ; ভুটেনও অনেক দূর দিয়ে চলেছে। কিন্তু সেই চীনে শয়তানটা কোথায় জানি না !

রাতের বেলা এই ধ্বংসলীলা হল। তারপরও সমানে কম্পন চলেছে। লোকে দূরে বসে রাত কাটাচ্ছে ; ছেলেরা

ক্ষিদেয় কাঁদছে ; মা ছেলেকে খুঁজছে ; ভাই বোনকে নাম ধরে ডাকছে—সেই অন্ধকারে সেখানে যারা জীবিত ছিল, তারাই সাড়া দিলে, সমুদ্র যাদের নিজের বুকে টেনে নিয়ে গেছে, তারা আর সাড়া দিলে না।

ওদিকে সমুদ্রের ঘন ঘোর-গর্জন, আগুনের পাহাড়ের কটাহ থেকে ভয়ঙ্কর শব্দ সমানে চলতে লাগল। এ শব্দ বহুশত ক্রোশ দূরেও ভেসে গেল। বহু শত ক্রোশ দূর-দূরান্তের দেশবাসীরাও সে শব্দ শুনে আতঙ্কিত। সেদিনকার রাতখানা ত এইভাবে কেটে গেল।

লোকে মনে করেছিল পরদিন বুঝি সব শান্ত হবে। কিন্তু তার বদলে বেলা দশটার সময় ক্রাকাটোয়ার আগুনের পাহাড়টার মধ্য থেকে তিনবার প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হল। তারপরই, ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হতে হতে ক্রাকাটোয়া দ্বীপের এক অংশ একেবারে চূর্ণ হয়ে আকাশে উঠে ধুলোর মত ছড়িয়ে গেল।

এতবড় ভূমিকম্প, এমন বিস্ফোরণ মানুষ জ্ঞানে কখনো দেখে নি।

এই ধ্বংসলীলার পর হচি বা হুটেন টানে দস্যুটার সিক্কানে আর খাওয়া করলে না। তাদের ধারণা হল সে হয়ত ক্রাকাটোয়া দ্বীপের সেই অংশটার সঙ্গে উড়ে গেছে।

যদি নাও গিয়ে থাকে সে হয়ত ও দ্বীপে নেই। ভূমিকম্পের সুরুতেই সরে পড়েছে।

ডাইকের আর বেড়ানো হল না; সে উত্তেজনা খুঁজছিল। একদিন ও একরাতে যে উত্তেজনা সে ভোগ করলে সারাজীবনে তা ভুলবে না। ডুটেনকে নিয়ে সে বাটাভিয়া ফিরে এল।

হচিও তারপর দিনই বাটাভিয়া রওনা হল। যাবার আগে সে সেই গ্রামের সর্ব্বহারা নরনারীদের মধ্যে আগের দিনের চীনে দস্যুটাকে খোঁজ করলে কিন্তু পেলে না। সম্ভবতঃ ভূমিকম্পের সুযোগে সে যখন পরিত্যক্ত গ্রামের ঘরে ঘরে ধনের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছিল সেই সময় সমুদ্র হঠাৎ ছুটে এসে তাকে টেনে নিয়ে গেছে।

বাটাভিয়ায় পৌঁছে হচি ও ডুটেন বণিক মশায়ের সঙ্গে দেখা করলে; অবশ্য দিনের বেলায়। তিনি তাদের দুজনকেই এক সঙ্গে ডেকে আলাপ করলেন। বললেন—"আর দরকার নেই। সম্ভবতঃ সে দারুণ শাস্তি পেয়েছে; যদি নাও পেয়ে থাকে এদেশে আর আসবে না। ওদেশে থাকলে, পুলিশেই ওর ব্যবস্থা করবে। যাইহোক, আপনারা যখন আমার জন্যে এত পরিশ্রম করলেন, তখন প্রত্যেককে পাঁচ শ' ডলার পুরস্কার দিচ্ছি।" বলে তিনি

দুজনকে পাঁচশ ডলারের নোট একে একে গুণে দিলেন। দুজনে খুশী মনে নোটগুলো নিয়ে বণিক মশায়কে নমস্কার করে বাটাভিয়ার জনস্রোতে মিলিয়ে গেল।

তারা মিলিয়ে গেল বটে কিন্তু আগুনের পাহাড় থেকে যে ধূলোরাশি আকাশে উঠেছিল, তা সহজে দূর হল না। তা পৃথিবী থেকে সতেরো মাইল উচুতে অর্থাৎ তিনটে এভারেষ্টকে ওপর ওপর সাজিয়ে গেলে যত উঁচু হয় তত উচুতে উঠেছিল। সেখান থেকে তা বাতাসে ধীরে এদিকে ওদিকে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে গেল।

এর ফলে চন্দ্র-সূর্য্যের বর্ণছটারও কিছু পরিবর্ত্তন হল—সারা পৃথিবীর লোকে অবাক। কেউ বলে সূর্য্য এমন নীল দেখায় কেন? কেউ বলে চাঁদের চারধারের মণ্ডলটা এমন গাঢ় সবুজ হয়েছে কি কারণে? কেউ বলে, আজ-কাল সূর্য্য ডুবলেও এমন সোনালী আলো এতক্ষণ কেন থাকে? কেউ বুঝতে পারে না, পৃথিবীর এক কোণে ভারত মহাসাগরের একটি অতি তুচ্ছ দ্বীপের আগুনের পাহাড়ের বিস্ফোরণের ফলে এসব ঘটছে। ক্রমে এর কারণ জানা গেল। তার ফলে সেই নগণ্য দ্বীপ আজ বিখ্যাত। আর বিখ্যাত বলেই তোমাদের কাছে তার বিষয় আমিও কিছু বলতে পারলাম।